মাইকেল

রঙমহলে অভিনীত

প্রথম অভিনয়—শুক্রবার, ৫ই জুন, ১৯৪২

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম. এ.

প্রাপ্তিস্থান :
নৃত্যলাল শীলস্ লাইব্রেরী
২০২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক :
বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৪বি, বৃন্দাবন পাল বাইলেন,
কলিকাতা

দাম একটাকা চার আনা

মুদ্রাকর :
শ্রীআশুতোষ ভড
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বাংলার অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-নাট্য। এ নাটক রচিত হয়েছে কবির জীবনের শেষ দুই বছরের ঘটনাকে ভিত্তি করে—যে সময়ে কবিকে জর্জ্জরিত কর্ছিল—"afflictions in battalion" এ ধরণের নাটক রচনায় কল্পনার অবকাশ নাই। তবে নাটক তো আর হুবহু biography হ'তে পারে না! সুতরাং নাটকীয় সিচুয়েশন তৈরী কর্ব্বার জন্যে দু' একটী কাল্পনিক চরিত্রেরও অবতারণা করতে হয়েছে। এমন ঘটনা হয়তো এ নাটকে আছে যা মাইকেলের জীবনচরিতে নাই, কিন্তু না থাকলেও অনুরূপ ঘটনা যে তাঁর জীবনে বহু ক্ষেত্রে ঘটেছে—জীবনী-কার তা স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন।

অনুপম অভিনয় নৈপুণ্যে...নিখুঁৎ পরিচালনায়...সকল দিক দিয়েই এই নাটকের মঞ্চ-সাফল্যের মূল-উৎস নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন শ্রীযতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষ সিংহ। ব্যবস্থাপনায় শ্রীপ্রভাত সিংহ যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তা কোনোদিন ভুলব না। ইতি—

শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত

যাঁর কাব্য-মধু-চক্র থেকে গৌড়জন—
"আনন্দে কবিছে পান সুধা নিরবধি"
সেই অমব কবির জীবন-নাট্য—
সাবা গৌড়জনের উদ্দেশ্যে—
নিবেদন কর্লুম।

মহেন্দ্র গুপ্ত

রঙমহলে প্রথম অভিনয় রজনী

শুক্রবার ৫ই জুন—সন্ধ্যা ৭টায়।

নেপথ্য বিধানে

নাটক—	শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত এম. এ,
সুরশিল্পী—	„ অনিল বাগচী
মঞ্চশিল্পী—	„ মনীন্দ্র দাস (নান্টুবাবু)
মঞ্চাধ্যক্ষ—	„ মতিলাল সেন গুপ্ত
সঙ্গীত শিক্ষক ও হারমোনিয়াম	„ হরিদাস মুখোপাধ্যায়
পিযানো—	„ সুধীরচন্দ্র দাস
সঙ্গত—	„ পূর্ণচন্দ্র দাস
ক্লারিওনেট—	„ মন্মথনাথ দাস
ট্রামপেট—	„ বৃন্দাবন দে
চেলো—	„ ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী
বেহালা—	„ কালী সরকাব
এম্প্লিফায়াব—	„ মধুসূদন আঢ্য
	„ মদনমোহন আঢ্য
আলোক সম্পাত—	„ খগেন দে. শচীন ভৌমিক, মদন দাস, শ্যামাপদ কব
স্মারক—	„ পঞ্চানন সান্যাল ও শচীন ভট্টাচার্য্য

সত্বাধিকারী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দ

পুরুষ

মাইকেল মধুসূদন	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
রাজনারায়ণ দত্ত	„ শরৎ চট্টোপাধ্যায়
আর্ডেন	„ যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
মনোমোহন ঘোষ	„ প্রভাত সিংহ
গৌরদাস বসাক	„ সন্তোষ সিংহ
পণ্ডিত মশাই	„ প্রফুল্ল দাস
নন্দদুলাল	„ অমূল্য হালদার
মাণিক পাট্টাদার	„ আশু বোস
রমনীমোহন	„ বেচু সিংহ
হরপ্রসন্ন	„ গোপাল মুখোপাধ্যায়
নিধিরাম	„ জীবন চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক	„ বেচু সিংহ
বিপিন	„ ভানু চট্টোপাধ্যায়
অশোক	„ সুনীল মুখোপাধ্যায়
খানসামা	„ তিনকড়ি চট্টো
অ্যালবার্ট নেপোলিয়ান	„ রেখা দত্ত
ভৃত্য	গণেশ চৌধুরী

স্ত্রী

হেন্‌রিয়েটা সোফিয়া		...	শ্রীমতী রাণীবালা
রমলা	...	...	„ পদ্মাবতী
জাহ্নবী দেবী	...	...	„ বেলারাণী
টেঁপির মা	...		„ আঙ্গুরবালা
নার্স	..	..	„ রাণুদেবী
নমিতা	...	...	„ দুর্গা দেবী
মণিকা	...	..	„ স্নেহ ব্যানার্জ্জী

মাইকেল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাগরদাঁড়ী গাঁয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের পৈতৃক গৃহের সম্মুখভাগ। বাড়ীর ইঁটবালি খসিয়া গিয়াছে।

[পণ্ডিত মশাই ও ছাত্রগণ মাইকেল মধুসূদনের জন্মদিন উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলে মেঘনাদবধ আবৃত্তি করিতেছিলেন।]

পণ্ডিত। বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দ মতি
আমি, ডাকি আবার তোমায় শ্বেতভুজে
ভারতি। যেমতি মাতঃ বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,

ক্রৌঞ্চ বধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে আসি দয়া কর সতি!

... .

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

১ম ছাত্র। কনক আসনে বসি দশাননবলী—
হেমকূট-হৈম-শিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজোপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা স্ফটিকে গঠিত।

(ক্রুদ্ধ হরপ্রসন্নের প্রবেশ)

হর। এই ছোঁড়ারা, থাম্—ঢের হ'য়েছে—

পণ্ডিত। এই যে, বাবা হরপ্রসন্ন! ওদের থামতে বলছ তুমি—

হর। এসব কি পণ্ডিত মশাই! ছেলেদের মেঘনাদবধ আবৃত্তি করাচ্ছেন কেন!

পণ্ডিত। ভুলে গেছ বাবাজি, আজ যে মধুর জন্মদিন! বঙ্গ-ভারতীর বরপুত্র কবি মধুসূদন—আজ থেকে ৪৬ বৎসর আগে, কপতাক্ষতীরে এই সাগরদাঁড়ী গাঁয়ে—এই গৃহেই জন্মগ্রহণ করেছিল। এই পরিত্যক্ত জীর্ণ অট্টালিকা—সারা বাংলার এ হ'ল পুণ্য তীর্থ। আজকের দিনে তাই গাঁয়ের ছেলেদের

নিয়ে এসেছি এখানে দাঁড়িয়ে মধুর রচনা পাঠ ক'রে, তার জন্মোৎসবের আনন্দকে জাগরূক রাখতে।

হর। বটে!

পণ্ডিত। ওই মধু যখন এতটুকু শিশু ছিল—এই সাগরদাঁড়ী গাঁয়ে আমারি ইস্কুলের খোড়ো ঘরে বসে আমার কাছে পাঠ নিত। সেই মধু আজ দেশের দশের গৌরব—সে আজ বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি! তার কাব্য আমি কি এ গাঁয়ের ছেলেদের না পড়িয়ে পারি হরপ্রসন্ন।

হর। তা কি পারেন!

পণ্ডিত। জানো—জানো—হরপ্রসন্ন, মধুর কি অলৌকিক প্রতিভা! কাব্য রচনার সময় সে হয় যেন পঞ্চানন। চার পাঁচখানি বই সে একা বলে যায়—আর চার পাঁচজন পণ্ডিত তাই সঙ্গে সঙ্গে লিখে যায়। মধু—মধু আমার সরস্বতীর বরপুত্র।

হর। জানি পণ্ডিতমশাই, মধুর স্নেহে আপনি অন্ধ, তা বলে আর পাঁচজনার ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার কর্চ্ছেন কেন বলুন তো? (ছেলেদের) এই, কী শুনছিস্ তোরা? কবিতা আবৃত্তি হচ্ছে। যত সব বকামো। যা, যা এখান থেকে।

[ছেলেরা চলিয়া গেল]

পণ্ডিত। তুমি ওদের তাড়িয়ে দিলে বাবাজি!

হর। দোবো না—মেঘনাদবধ কাব্য যত সব অশাস্ত্রীয় গ্রন্থ, তাই হ'ল ছেলেদের পাঠ্য! প্রবাদ আছে, নৈষধকার তাঁর মাতুল মম্মট ভট্টকে তাঁর রচিত কাব্য সমালোচনা করতে

দিয়েছিলেন। পড়ে মম্মট ভট্ট বলেছিলেন—"বাছা, তোমার কাব্যখানি আর কিছুদিন আগে যদি হাতে পেতাম, তা হ'লে আমার "কাব্যপ্রকাশ" গ্রন্থে অলঙ্কারের দোষ নির্ণয় পরিচ্ছেদ লেখার সময়, আমাকে কষ্ট ক'রে নানা লেখকের নানা কাব্য পড়তে হ'ত না। এক তোমার পুঁথিখানির থেকেই সব রকম অলঙ্কার দোষের উদাহরণ মিলত।" মধুর মেঘনাদবধ কাব্যও তো ঐ রকমই বঙ্গভাষার একখানি পাণ্ডিত্যের ধ্বজা।

পণ্ডিত। কি জানি হরপ্রসন্ন, বুড়ো হয়েছি—চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে গেছে—তাই বোধ হয় আমি মধুর রচনার দোষ দেখতে পাইনা। মেঘনাদবধ কাব্যের জলদ নির্ঘোষ আমার কানের ভেতর দিয়ে যখনি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তখনি যেন আমার ঘোলাটে চোখে হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে হরপ্রসন্ন! সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, মধুর কণ্ঠের সেই সমুদ্র-গর্জ্জন শুনে যেন অনেক দিনের ঘুমন্ত বাঙালী জাতি একসঙ্গে জেগে উঠেছে—ভাষায় ভাবে জীবনের প্রতি পথে—বাঙালী আবার নূতন পৌরুষ অর্জ্জন করেছে।—আমার মধু বাঙালীকে আবার মানুষ হবার জন্যে ডাক দিয়েছে!

হর। তা তো বটেই—নিজের দেশ ত্যাগ করল—বাপ-মাকে ত্যাগ করল—সনাতন ধর্ম্মকে ত্যাগ করে খ্রীষ্টান্ হ'ল—মনুষ্যত্বের এত বড় সব উদাহরণ উপস্থিত করেও আপনার মধু বাঙালীকে মানুষ করবে না!

পণ্ডিত। হরপ্রসন্ন, তোর দুটো হাত ধরছি বাবা,—মধুর কথা তোরা

অমন করে বলিসনি—সে আমি সইতে পারি না। (যাইতে যাইতে) ওরে, তাকে আমাদের ভেতর থেকে হারানো খুব উল্লাসের কথা নয় রে হতভাগা,—খুব উল্লাসের কথা নয়।

[চোখের জল চাপিয়া বৃদ্ধ-পণ্ডিত ছুটিয়া পলাইলেন।]

হর। মরেছে—মরেছে—বাহাত্তুরে বুড়ো—

[চাপকান···তার ওপর বহুমূল্য কাশ্মীরী শাল ও মাথায় শামলা পরিহিত রমণী-মোহনের প্রবেশ]

রমণী। পণ্ডিতমশাই—ও পণ্ডিতমশাই—

হর। এই যে রমণীমোহন বাবু—

রমণী। হুঁ—পণ্ডিতমশাইকে একবার—

হর। উনি রেগে কাঁই হোয়ে চলে গেলেন—ওঁকে ফেরাতে পারবে না। কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়?

রমণী। হাওয়া খেতে বেরিয়েছি—

হর। বটে? এই চাপকান, শাল, মাথায় শামলা চড়িয়ে, গাঁয়ের মেঠো রাস্তায় কি লাটসাহেবের দরবার কর্ত্তে বেরিয়েছো?

রমণী। কি জানেন! রাজনারাণ দত্তের বিষয়ের মালিক হয়েছি সত্য, কিন্তু যতদিন যাচ্ছে...এক একটী করে অংশীদার গজাচ্ছে। বাড়ীতে ফেলে এলে অন্য অংশীদারেরা যদি নিয়ে নেয়—তাই এগুলো পরেই বেরিয়ে পড়া হল!

[রাজনারায়ণ দত্তের বিষয়েব অংশীদার শুনিয়া হরপ্রসন্নের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিল]

হর। ওঃ রাজনাবাণ দত্তেব বিষয় ? তার অনেক অংশীদার।

[রমণীমোহন নিজের অধিকার প্রতিপন্ন করিবাব জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল]

রমণী। তা হতে পাবে। কিন্তু আমি যে বাজনাবাণ দত্তেব আপন পিস্তুতো ভাইযেব খুড়োব ভাগ্নে জামাইয়ের ছেলে। বুঝেছেন, পাঁচভূতে লুটে-পুটে খাচ্ছে—খবব পেয়ে সেবাব খুলনা থেকে তাডাতাড়ি চ'লে এসে দখল নিলাম।

হব। তা বেশ ক'বেছ—কিন্তু এত বড় বিষয় পেয়েও এতদিনে গ্রামস্থ পাঁচজনা ভদ্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করালে না ভায়া! আহা, রাজনাবাণ দত্তেব বড় ভাই বাধামোহন দত্তেব যখন ছেলে হ'ল—তাব কল্যাণে ১০৮ কালীপূজো হযেছিল। তাতে ১০৮ টা মোষ, ১০৮ টা মেষ, ১০৮ টা ছাগ এক সঙ্গে বলি হ'ল—আর ১০৮ টা সোনাব জবা দেবীর পায়ে অঞ্জলি দেওয়া হ'ল। দত্তদের দানধ্যানের কথা এখনো দশ বিশ গাঁয়েব লোক গল্প কবে!

রমণী। আমিও আপনাদেব ডেকে ওর চাইতে বৃহৎ বৃহৎ দানধ্যান কবব—সে আপনাবা দেখে নেবেন। ফ্যাসাদগুলো এখনো মেটাতে পাচ্ছি না কি না।

হর। কিসের ফ্যাসাদ ?

রমণী। বললুম যে—রামা, শ্যামা, যেদো, মেধো...এক একদিন এক

একটী করে অংশীদার ভোগদখল ক'রতে গজাচ্ছেন! বাড়ীর উত্তর অংশের ঘরগুলি নিয়ে রাতদিন রাম-রাবণের যুদ্ধ! এদিকে কোন ব্যাটা ভূতের ভয়ে আসে না; তাই এখানে ভিড়ও নেই।

হর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। ভেতরে নাকি রাত ভোর খড়মের আওয়াজ ·সিঁড়ি দিয়ে মানুষের ওঠা নামা...।

রমণী। ভূতের ভয়ে কেউ এদিকে আসে না। কেবল সেকেলে এক বুড়ো চাকর দেখা শোনা করে।

হর। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে নিধে বেটা তো এখানে দিন রাত পড়ে থাকে!

রমণী। সে না হয় গেল, এদিকে ভূতের দৌরাত্ম। কিন্তু উত্তরাংশেও যে পঞ্চাশজনা জ্যান্ত ভূতের উপদ্রব! ব্যাটাদের সরিয়ে দিয়ে সমুদায় স্থাবর অস্থাবর যদি চটপট দখল নিয়ে নিতে পারতুম—। [একটু থামিয়া চাপা গলায়] বলি, রাজ-নারাণ দত্তের সে কুলাঙ্গার তো আর দেশে আসছে না!

হর। কে! রাজনারাণ দত্তের ছেলে—মধু? ক্ষেপেছ! সে আবার কোন মুখে সাগরদাঁড়ী আসবে? সমাজ তা হ'লে দেখিয়ে দেবে না? খ্রীষ্টান হ'য়ে আবার এই গাঁয়ে ঢুকবে—

রমণী। গাঁয়ে না হয় ঢুকল, ক্ষতি কি? কিন্তু আমাদের বিষয় যদি সে কখনও—

হর। যাক্ বিষয়। কিন্তু গাঁয়ে ঢোকা মানে—সমাজের অপমান—

রমণী। মরুক গে ছাই সমাজ—কিন্তু সে এলে—

হর। বটে! সমাজ মরবে—

রমণী। হ্যাঁ, মল্লেই বা—

হর। এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা। সমাজ মববে। সমাজের বুকে বসে এত বড কথা। তোকে যদি—তোকে যদি আজই সমাজচ্যুত না কবি—

বমণী। আরে, বেখে দাও তোমাব সমাজ। বিষয় পেয়ে যখন নূতন জামা জুতো কিনব—তখন না হয় আব কিছু টাকা খরচ করে সমাজও কিনে নেব।

হর। কি, সমাজ কিনবি। সমাজ তোর জামা জুতো!

রমণী। হ্যাঁ, ছেঁডা জুতো—

হর। তবে বে.. হতভাগা—

[হবপ্রসন্ন রমণীর শাল ধরিল]

রমণী। ছাডো, ছাডো, এটা যে অতি প্রাচীন। তাব চেয়ে দুটো চড মারো—

[অকস্মাৎ অদূরে কাহাকে দেখিয়া হরপ্রসন্নের মুখের হুঙ্কার ক্রমে মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিল। সাহেবী পোষাক পরিহিত নব্য দেশীয় খৃষ্টান যুবক আর্ডেন চাকভোর্টির প্রবেশ]

আর্ডেন। Ha! Ha! Ha! Gentlemen, did I interrupt you in your noble mission! I mean—আমি উপস্থিত হ'য়ে আপনাদের শুভ কাজে বাধা দিলুম নাকি!—একি! এত ভয় পাচ্ছেন কেন? Here's Scotch ..খেয়ে ফেলুন ভয় থাকবে না।

[হরপ্রসন্ন নাকে চাদর দিলেন]

হব। আ-হা-হা। দুর্গা শ্রীহবি ..দুর্গা শ্রীহরি—

আর্ডেন। Coward! মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিজ গ্রামের লোক —আপনাবা এত অন্ধকাবে কেন?

[মধুসূদন দত্তের নাম শুনিয়া রমণী-মোহন খানিকটা আগাইয়া আসিল]

বমণী। মধুসূদন দত্তকে জান সাহেব।

আর্ডেন। জানিনে! আমি যে তাঁবই রুটি মাখন খেয়ে তাঁরই charityতে প্রতিপালিত হচ্ছি। আজ তাঁর birth day; তাই homage offer কবতে এসেছি।

হব। তুমি কে বাবা?

আর্ডেন। (হাস্য) I am Arden Chakvoty

হব। সে আবার কোন দেশী নাম?

আর্ডেন। অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী .anglicised হয়ে Arden Chakvoty.

হর। বামুন?

আর্ডেন। No! আমি ভাবতীয় খ্রীশ্চিয়ান।

বমণী। নাও, সমাজ সামলাও এবাব ঠাকুব—

[হরপ্রসন্নকে সামনে ঠেলিয়া দিয়া রমণীমোহনের প্রস্থান]

হব। খ্রীষ্টেন! এ-এ গাঁয়ে খ্রী-খ্রীষ্টেন! গেল—জাত জন্ম—ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব গেল—সব গেল ..

(সভয়ে প্রস্থান)

আর্ডেন। What গেল! Stop gentlemen,—why are you jumping like lambs!

[আর্ডেন হরপ্রসন্নকে অনুসরণ করিল। একটু বাদে সেই জীর্ণ অট্টালিকার মধ্য

হইতে মধুসূদনের পিতার আমলের বুড়ো চাকর নিধি ও তাহার স্ত্রী টেঁপার মা বাহিরে আসিল]

নিধু। ইঃ হঠাৎ বেজায় ম্যাঘ করলো—ঝড় উঠবে নাকি? তুই বাড়ী যা, টেঁপির মা।

টেঁপির মা। তয় তুইও চল্।

নিধু। আমি যাই ক্যামন করে—ক দেহি? চারদ্দিক দিয়ে শালারা শকুনির মত কর্ত্তার বিষয় সম্পত্তি ছোঁ মারতি চায়। খালি বাড়ী পাইয়ে দশ আবাগীর পুত উত্তর দিকটা গেরাস করছে, দক্ষিণ দিকে কর্ত্তার এই খাস-কামরা কয়টা আছে। হালারা ভূতির ভয়ে এদিকে মাবায় না—তা না হইলে...

টেঁপির মা। ভূতির ভয়...ওরে বাবা!...

নিধু। অ টেঁপির মা, ভূতির ভয়ে বাবা ক'লি কারে? অ্যাঁ ·

টেঁপির মা। আউ কি ঘেন্না...মুয়ে আগুন...মুয়ে আগুন ..

নিধু। হিঃ হিঃ হিঃ, যা এহোন বাড়ী যা।

[এই সময়ে আকাশে ঝড় জল ঘনাইয়া আসিল)

টেঁপির মা। ইস্! কি ম্যোঘ কর্চ্ছে! বিষ্টি আইল বুঝি!

নিধু। তাই ত দেখতেছি! তয় চল, খানিকডা বইসে যা—

(উভয়ে পুনরায় বাড়ীর মধ্যে গেল। বাহিরে ঝড়ের গর্জ্জন...বিদ্যুৎ চমকাইতে ।...লাগিল দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মধুসূদনের পৈতৃক গৃহের অভ্যন্তর। এই ঘরে এককালে মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত বসিতেন। এখন এ ঘরে আসবাবপত্র কিছুই নাই। কেবল একখানা ভাঙ্গা খাট, একটি দেরাজ ও একধারে একটি কাঠের সিন্দুক পড়িয়া আছে। নিধি ও টেঁপির মা প্রবেশ করিল)

টেঁপির মা। তাইতো কোই, —তারা যখন এদিকে আসছে না... তোরই বা থাকার দরকার কি ?

নিধু। সে তুই বুঝবি না, টেঁপির মা।

টেঁপির মা। কই-ই-না !

নিধু। এই এতটুকুন কালের থিক্যা ..তারে কোলে পিঠে কইরে মানুষ করিছি টেঁপির মা। আইজ তার জন্মদিন ; ভাবতে চোখের জল আটকাইতে পারি না। সে নিখোজ হইয়া রইল...কিন্তু পাঁচ শত্তুরে যাই কউক ..আমি কি তারে চিনিনে !

টেঁপির মা। কার কথা কইস্ ? কর্ত্তার ছাওয়াল মধু ?

নিধু। এই ভিটার মায়া সে কি ছাড়তি পারবে রে ! যেহানেই যাউক, সে এক দিন ঘরে ফিব্যা আসবে। আইস্যে যদি দ্যাহে যে—বাড়ীতে কর্ত্তা নাই, মা ঠাকোন নাই, তার পোড়া কপালে নিধেদাও নাই...বাড়ী ভর্ত্তি ক্যাবল শেয়াল

কুকুরের ম্যালা—তা হইলে তাব পেবাণডা কি করবি ক দিনি বউ। যক্ষেব মত বাইতদিন পুবী পাহারা দেই—সে কেবল তাবই আশায়·· টেঁপিব মা, ক্যাবল আমার মধু ভাইডিব আশায়·· ৷

(জনৈক ভৃত্যের ছুটিয়া প্রবেশ)

ভৃত্য। বাড়ীতে চোর ঢুকিছে ! বাড়ীতে চোর ঢুকিছে

নিধু। চোব !

ভৃত্য। ঐ-ঐ বাগানেব মদ্দি ! ইয়া মোটা...গায়ে সাহেবী কোর্ত্তা ...হাতে বন্দুক ।

নিধু। কোন দিকে ?

ভৃত্য। পাচীল টপকে এই দক্ষিণ দিকেই আসতিছে ।

(ভয়ে টেঁপির মা নিধুর হাত টানিয়া ধরিল)

টেঁপির মা। পলাইয়া আয়—পলাইয়া আয় !

নিধু। না-না, আমাব হাত ছাড...আমি দেখে আসি—

টেঁপির মা। না না · ।

নিধু। আঃ ছাড, নিধ্যা বুড়া হইছে বটে, তাই বইল্যা রাজনারাণ দত্তেব বাড়ীতে চোব ঢুকবি। দেহি আমি ..তাব কত বড বুকেব ছাতি···ছাড .ছাড—

(ছুটিয়া প্রস্থান)

টেঁপীর মা। ওরে ও গণশা। ধর না। উয়ারে মাইরা ফেলাবে যে। তাব হাতে বন্দুক দেখছিস তো ?

ভৃত্য। হ,···বন্দুক দেহাব জন্যি আমি দাড়াই আর কি। সায়েবী

পষাক পরা একটা লোক ঢুকতি দেখলাম, আর এমনি কইরে দেলাম—ছুট—ছুট—

(ছুটিয়া প্রস্থান)

টেপীব মা। ওই যে...পায়ির শব্দ! ওরে বাবা, চোর বুঝি আইল রে —চোর আইলো।

(ঘোমটা টানিয়া গণ্শাকে অনুসরণ)

(বাহিরে ঝড়জলের মাতামাতি।... পিছনের দরজা দিয়া ঢুকিলেন মধুসূদন। সাহেবী হ্যাট পরা, ওপরে রেইন কোট, মাথার টুপি সামনের দিকে টানিয়া দেওয়া হইয়াছে, মুখ দেখা যায় না। ঘরে ঢুকিয়া, যে পথে নিধু প্রভৃতি প্রস্থান করিয়াছে সেই দিকের কপাট বন্ধ করিলেন। কপাটে হেলান দিয়া দাঁড়াইলেন)

মধু। [চাপা গলায়] A thief! An intruder! বাড়ীতে ঢুকবার পর .আড়াল হতে সবার মুখে শুনছি ঐ এক কথা ...চোর...চোর এসেছে!

(পকেট হইতে দেশলাই লইয়া পাইপ ধরাইলেন)

আমায় জানে না, তাই জানিয়ে দেবো এবার, এ বাড়ীতে আমার কি অধিকার!...But the sound of those mysterious footsteps! একটু আসে · আবার থেমে যায়। ও আওয়াজ তো আমি চিনি।

(বাহিরে খড়মের আওয়াজ শোনা গেল)

ঐ খড়মের শব্দ। আরও কাছে ..No—no—it can't be···It is a mere fantasy!

(বাহিরে আবার খড়মের আওয়াজ ! .. আওয়াজ আরও কাছে আসিল।......মুখ হইতে পাইপ পড়িয়া গেল।)

মধু। Hey ! Go away Go away ! I am not a thief ! I am not an intruder.

(অকস্মাৎ দরজার কালো পর্দা সরাইয়া রাজনারায়ণ দত্তের প্রবেশ)

রাজ। You are !

মধু। Am I !

রাজ। Yes…you are ·

মধু। Father !

রাজ। কেন এসেছো এ বাড়ীতে !

মধু। আজ আমার জন্মদিন—দূরে থাকতে পারলুম না। প্রাণ কেঁদে উঠল—জন্মভূমিকে দেখতে—আপনাকে, মাকে প্রণাম করতে—

রাজ। প্রণাম কর্ত্তে ! কোন পরিচয়ে...কোন অধিকারে—প্রণাম কর্ত্তে এসেছ !

মধু। আমি আপনার পুত্র।

রাজ। Shut up ! পুত্র ! সে অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছ।

মধু। Father—Father !

রাজ। Get out ! Get out—

(দরজা দেখাইয়া দিলেন। মধু টুপী তুলিয়া লইলেন। বাইরে যাইবার জন্ম অগ্রসর হইলেন। এই সময় জাহ্নবী দেবী আসিয়া দাঁড়াইলেন)

জাহ্নবী। মধু ..আমার মধু।

মধু। মা!

জাহ্নবী। আয়, আমার মধু...আমার হারানিধি! আমার বুকে আয়—

রাজ। সে হবে না। সরে এসো জাহ্নবী···এসো।

(আদেশ অমান্য করিবার শক্তি জাহ্নবীর রহিল না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া রাজনারায়ণের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন)

রাজ। বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে তুমি কলকাতায় পাদ্রীদের কাছে খ্রীষ্টধর্ম্ম নিয়েছ! তা বলে মনে করোনা যে... তোমার মত সন্তান হারিয়ে রাজনারায়ণ দত্ত ধৈর্য্য হারিয়েছে। সে ধৈর্য্য হারায় তখন--যখন কেউ তার অবাধ্য হ'য়ে...তার উঁচু মাথা নীচু ক'রে দিতে চায়! তুমি...তুমি আমার বংশের কলঙ্ক—তোমা দ্বারা আমার সেই অপমান হয়েছে।

মধু। বাবা—

রাজ। হাঁক দিয়ে বিশ গাঁয়ের লেঠেল ঢালী তলব করেছিলাম .. ঐ ফিরিঙ্গি মিশনারীদের হাত থেকে তোমাকে পাকড়াও করে আনবার জন্য—

মধু। ··তারা আপনার প্রতিপত্তি জানতো। তাই হাঙ্গামার ভয়ে.. আমায় তারা ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল।

রাজ। কিন্তু আজ? আজ তোমাকে কোন ফিরিঙ্গি লুকিয়ে রাখবে শুনি!

মধু। আপনি কি কর্ত্তে চান?

রাজ। তোমাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাতে চাই। ধর্মত্যাগ করে যে পাপ ক'রেছ—

মধু। আমি কোন পাপ করিনি।

জাহ্ন। মধু, চুপ কর.. তুই চুপ কর।

মধু। না, আমি কোন পাপ করিনি।

রাজ। তোমার পৈতৃক ধর্ম্মকে—হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মকে ত্যাগ করে··তুমি তাকে অপমান করনি!

মধু। না। যে ধর্ম্ম সনাতন—সে চির-পবিত্র শাশ্বত। কোন অপমানই তাকে স্পর্শ করে না। রুচী ও স্বার্থ অনুসারে মানুষ ধর্ম্ম বেছে নেয়—আমি খ্রীষ্টধর্ম্ম নিয়েছি।

রাজ। তোমাকে খ্রীষ্ট ভজালো—ধর্ম্মের রুচী না স্বার্থ?

মধু। রুচী ছিল, স্বার্থ ছিল না বললে মিছে কথা বলা হবে। ওরা বলেছিল, খ্রীষ্টান হ'লে আমার বিলেত যাওয়ার সুবিধা হবে। আমার অনেক কালের স্বপ্ন, আমি ইউরোপ দেখব।

জাহ্ন। সে কথা সত্যি। ছেলেবেলা কলকাতা দেখে ও আমায়

বলতো .মা, যারা অন্যের দেশকে এমন সুন্দর করে সাজায়, না জানি তাদের নিজের দেশ আরও কত সুন্দর!

মধু। আমার সে সাধ পূর্ণ হয়েছে মা! আমি ইংলণ্ড দেখেছি— জার্ম্মানী দেখেছি—ফ্রান্স দেখেছি! Ah · Europe! The land of my beloved Poets! Europe! The land of Shakespeare, Dante, Milton and Byron! My life's dream—

রাজ। Has not your dream betrayed you! বড় শান্তি পেয়েছ বিলাত গিয়ে...না?

মধু। Now I am the master of six European languages Father! English, Latin, Greek, French, German and Italian!

জাহ্নবী। ও কি বলে? ও কি বলে?

রাজ। তোমার ছেলের কীর্ত্তি! সংস্কৃত, পারসী, হিব্রু, তেলেগু, তামিল, হিন্দুস্থানী—আর ইংরেজী, বাংলা এই আটটি ভাষা তো জানেই...তার ওপর বিলেত গিয়ে শিখে এসেছে··· লাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মানী, আর ইতালীয়ান! তের দেশের তেরটী ভাষায় সুপণ্ডিত তোমার ছেলে।

জাহ্নবী। তবে তুমি মধুর ওপর রাগ কর কেন? তারা ওর বিলেত যাবার সুবিধে করে দিয়েছিল, সেই জন্যেই ত মধু···

রাজ। সেই জন্যেই মধু আজ জগজ্জয়ী পণ্ডিত···কেমন? তোমার

মধুকে জিজ্ঞেস কর·· তারা মধুকে বিলেত নিয়ে বড় সুখে রেখেছিল বড় সুখে রেখেছিল! (মধুসূদনকে সামনের দেরাজ দেখাইলেন) ঐ ড্রয়ার খুলে দেখতো!

মধু। এ কি! আমার লেখা চিঠি! বিদ্যাসাগর মশাইএর কাছে. .

রাজ। পড—কি লিখেছ...

মধু। (চিঠির তাডা লইয়া পডিতে লাগিলেন) Just two years ago I left Calcutta How little did I think that I shall be subjected to such degradation and suffering! I am going to a French jail—you are the only friend who can rescue me from the painful position to which I have been brought.

জাহ্নবী। মানে কি?

মধু। (চিঠি পুনঃ ড্রয়ারে রাখিলেন) আমি বিলেত গিয়ে অনাহারে মরতে বসেছিলাম—বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে তাই সাহায্য চেয়ে ঐ চিঠি লিখেছিলাম—

রাজ। দেনার দায়ে তোমার ছেলেকে তারা জেলে পুরে দিতে চেয়েছিল। তাকে বাঁচিয়েছে—ওর সেই খৃষ্টান বন্ধু, যারা ওকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়েছিল—তারা নয়, তোমার ধর্ম্মত্যাগী ছেলেকে বাঁচিয়েছে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

মধু। শুধু বিদ্যাসাগর নন—তিনি করুণাসাগর। তাঁর ঋণ এ জীবনে শুধতে পারবো না।

জাহ্নবী। মধু, তোর মুখ শুকিয়ে গেছে। তোর সেই বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুটির নীচে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। কপালে মোটা মোটা দাগ পড়েছে। তুই আমার কাছে লুকুসনে মধু. ওরে, সত্যি করে বল—এ চেহারা হ'ল কেন তোর?

মধু। আমার বড় অর্থাভাব মা।

জাহ্নবী। যা ভয় করেছি আমি। ওগো, শুনলে। আমার মধু—একদিন যার একার জন্য চার পাঁচ জন চাকর খাটতো. .সে আজ টাকার অভাবে কষ্ট পাচ্ছে।

রাজ। কে মাথার দিব্যি দিয়েছে ওকে কষ্ট পেতে? ওর কিসের অভাব ছিল জাহ্নবী?

জাহ্নবী। তুমি রাগ কোরো না। ওকে গ্রহণ কর, তোমার পায়ে পড়ি।

রাজ। গ্রহণ করব · ও প্রায়শ্চিত্ত করুক, আর আমার আদেশমত বিবাহ করুক।

জাহ্নবী। তাই কর মধু, তাই কর—

মধু। প্রায়শ্চিত্ত। সে তো বলেছি...আমি নিষ্পাপ, প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবো না—

জাহ্নবী। মধু—মধু—

মধু। আপনার বিচারে· ·হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে যদি হিন্দুধর্ম্মকে

অপমান করে থাকি, তাহলে—আবার খৃষ্টান ধর্ম্মকে ত্যাগ কবলে—সে ধর্ম্মেরও অপমান হবে না?

জাহ্নবী। মধু, মধু, তর্ক করিস নে, আমাব মুখ চা তুই—

মধু। আর—আব—বিবাহ! আমাব স্ত্রী বর্ত্তমান।

জাহ্নবী। অ্যাঁ·· স্ত্রী বর্ত্তমান!

রাজ। কোন বংশেব কন্যা?

মধু। য়ুরোপীয় মহিলা, নাম হেনরিয়েটা সোফিয়া।

জাহ্নবী। অ্যাঁ—মেম বিয়ে কবলি তুই!

[রাজনারায়ণ দত্তের কাঁধের ওপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)

মধু। মা—মা! (ধবিতে গেলেন)

রাজ। ব্যস! Don't touch her. আমি আজও ভেঙ্গে পড়িনি। একে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাব আছে, তোমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

মধু। আমাব মা মূর্চ্ছিতা, মাকে একটীবাব, শুধু একটীবার—Father! Please, don't be cruel.

রাজ। Cruel! yes! your father is cruel...cruel like a stone. [চলিতে চলিতে ফিবিয়া] ছেলে যদি অতি বড শক্রর কাজ কবে—বাপ-মা তবু তার অমঙ্গল কামনা করে না, কিন্তু ভাঙ্গা পাঁজরের ভেতর দিয়ে তাদের চাপা দীর্ঘশ্বাস জোব ক'বে বেরিয়ে আসে যখন, তার ছোঁয়া লেগে যে হতভাগা ছেলের—আর কোন কল্যাণ হ'তে পারে না। তোব পরিণাম ভেবে আমি শিউবে

উক্তি—তোর ভবিষ্যৎ জীবনের দারুণ অভিশাপ স্মরণ করে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে—ঝাপসা হ'য়ে আসে।

[জাহ্নবীকে লইয়া পর্দ্দার ওপাশে চলিয়া গেলেন। কালো পর্দ্দার ভিতর দিয়া শুধু তাঁহার প্রসারিত বাহু যেন মধুর অভিশপ্ত ভবিষ্যের পানে ইঙ্গিত করিতে লাগিল]

মধু। বাবা,—বাবা,—আমায় একা ফেলে যাবেন না। আমি আপনার কাছে ফিরে আসবো, আমি মার কাছে ফিরে আসবো। বাবা—বাবা—বাবা।

[বাহিরে বজ্রপাত ধ্বনি। মধু পড়িয়া গেলেন। চীৎকার শুনিয়া নিধে আলো লইয়া ছুটিয়া আসিল। মধু উঠিয়া বসিলেন]

নিধে। কিসের শব্দ? কে ডাকলো! মধু দাদা! তুমি আইছ মধুদাদা—

মধু। এসেছি। কোথায়।

নিধে। তোমার বাড়ী—

মধু। আমার বাড়ী।

নিধে। হ—সাগরদাঁড়ী গাঁয়ে।

মধু। ওঃ। (চারদিকে চাহিয়া) এঘরে বাবা বসতেন! বাবা, বাবা কোথায় গেলেন। বাবা,—বাবা,...

নিধে। কর্ত্তাবাবু! কর্ত্তাবাবু যে অনেকদিন—এক যুগেরও বেশী সগ্‌গে গেছেন—

মধু। মা !

নিধে। মাঠাকরুণ তারও আগে। আপনি তখন মান্দ্রাজে...না আর কোথায়।

মধু। ওঃ ! না না—আমি দেখেছি, বাবা যে আমায় ঐ ড্রয়ার থেকে আমার চিঠি · [ড্রয়ার খুলিয়া আর চিঠি পাইলেন না] একি। চিঠি কোথায় গেল ?

নিধে। মধুদা

মধু। আমি স্পষ্ট দেখেছি ..বাবা এসেছিলেন...মা এসেছিলেন। তাঁরা এইমাত্র আমার কাছে ছিলেন—ঐদিকে—ঐদিকে গেছেন—

[পর্দা সরাইলেন দেখা গেল, পার্শ্বের কক্ষে দুইখানি তৈলচিত্র রাজনারায়ণ ও জাহ্নবী দেবীর...চোখে যেন আগুনের শিখা]

মধু। দু'চোখ জ্বল জ্বল করছে ! আগুন ঠিকরে পড়ছে—Oh ! Impossible to bear this horrible sight !

[ভীত ত্রস্তভাবে বাহিরে যাইতেছিলেন। আর্ডেন আসিয়া তাঁহাকে ধরিল]

আর্ডেন। কোথায় যাচ্ছেন ? There's cyclone outside !

মধু। No—No ! cyclone—বাইরে নয়। Cyclone ভিতরে। Look ! Look there...those cursing eyes !

[সেই তৈলচিত্রের পানে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিলেন। দৃশ্য ঘুরিয়া গেল]

তৃতীয় দৃশ্য

[কলিকাতায় মাইকেলের গৃহের ফটক। দরজায় name plate-এ লেখা "Michāel M S Dutt, Bar-at-Law ফটকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল... মাণিক পাট্টাদার ও বনোয়ারী দালাল]

মাণিক। এই কুঠী ?

বনোয়াবী। হাঁ, এই তো লেখা রয়েছে—"মাইকেল এম্. এস্. ডাট্... বার-এট-ল।"

মাণিক। দাত! দাতেব ডাক্তাব নাকি ?

বনোয়ারী। না হে পাট্টাদাব—দাঁতেব ডাক্তাব নয়—ব্যাবিষ্টার—ব্যাবিষ্টার। নাম হল মাইকেল মধুসূদন দত্ত..... ইংবেজীতে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে "মাইকেল এম্, এস্, দাত"—

মাণিক। তা তোমাব দাতের কুঠী খুজতি আইস্যা আমার তো জিভ বাবাইযা পডল। শ্যাযে কুঠী পাইলাম সইত্য, কিন্তু দাতেব টিহিডা পর্য্যন্ত দেখতেছিনা!

[এই সময় মধুসূদনের খানসামা বাড়ীর বাহিরে আসিতেছিল। হঠাৎ দুটী লোককে বাড়ীর সামনে দেখিয়া পাওনাদার মনে

করিয়া সভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল এবং কপাট বন্ধ করিয়া ফাঁক দিয়া উহাদিগকে দেখিতে লাগিল]

বনো। চুপ্ চুপ্—

মাণিক। কী—দাত না কি ?

বনো। দাত নয় হে, দাড়ি—দাড়ি! দাত সাহেবের খানসামা। ও খানসামা হুজুর, খানসামা হুজুর—

খান। [কপাটের ফাঁক হইতে] আজ নয়, কাল এসো—সাহেব কুঠীতে নাই।

বনো। ওহে, শোনো শোনো—

[এইবার কপাট আর একটু ফাঁক হইল]

বনো। সায়েব কুঠীতে নেই, কিন্তু যন্তোর বাজায় কে ?

খান। তা দিয়ে তোমার দরকার কিহে ? ও যন্তোরে গানের আওয়াজ বেরোয়—টাকার আওয়াজ বেরোয় না। যাও .. যাও আজ আর টাকা ঠাকা হবে না।

বনো। কিন্তু আমরা তো পাওনাদার নই—

খান। উঁহু, পাওনাদার নও! আমার সঙ্গে চালাকী! এ কুঠীতে পাওনাদার ছাড়া আজ পর্য্যন্ত একটী প্রাণীও আসেনি। কেউ পাওনা টাকা চায়, কেউ মেয়ের বিয়ের টাকা চায়, কেউ বা মজলিসের টাকা চায়। সব শালার মুখে কেবল "দাও আর দাও"। কিন্তু শুনে যাও মশাইরা,

আজ আর স্থবিধে হবে না, সায়েব এখন ক'লকাতার বাইরে।

বনো। ক'লকাতার বাইরে! কিন্তু আমরা যে টাকা ধার দিতে এসেছিলাম।

খান। অ্যাঁ! ধার দিতে এসেছ।

[কপাট খুলিয়া ফেলিয়া বিস্ময়ে প্রায় হাঁ করিল।)

বনো। হ্যাঁ, দত্তসায়েব বলেছিলেন টাকার দরকার, তাই মহাজন মাণিক পাট্টাদারকে নিয়ে—

[খানসামার গলার চড়া আওয়াজ এবার বড় কোমল হইল। সে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল]

খান। বলেন কি! ভেতরে চলুন...বসবেন চলুন...

মাণিক। আর বইস্যা কি হবে! সায়েবই যহোন কইলকাতার বাইরে—

খান। আজ্ঞে, না। কোন শালা বলে বাইরে! তিনি ভেতরে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছেন। আস্থন, আস্থন—

[খানসামা তাহাদের ভিতরে লইয়া গেল।]

দৃশ্য ঘুরিয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

মধুসূদনের লাইব্রেরী গৃহ। খানসামা বনোয়ারী ও মাণিক পাট্টাদারকে এই কক্ষে আনিয়া বসাইল।

খান। আপনারা বসুন আমি ছুটে গিয়ে সায়েবকে খবর দিচ্ছি।

[খানসামার প্রস্থান।

মাণিক। ও বনোয়ারী ভাই, কাণ্ডডা কবলা কি কও দেহি। বাড়ী থাকৃতে পাওনাদারের জ্বালায় ক্যে কইয়্যা পাঠায় "বাড়ীতে নাই"—তারে টাহা ধার দেওয়াও যা, গাঙের জলে ফিক্যা ফ্যালানও তা।...ও টাহা কি আর আদায় হবে?

বনো। কিচ্ছু ভেবোনা পাট্টাদার,—দরোয়ান, খানসামারা ওই রকম বলে। কিন্তু ব'লে দিলাম তোমায়—দত্ত সায়েব কারও এক পয়সা মারবে না। সাগরদাঁড়ীর ডাকসাইটে দত্ত পরিবারের ছেলে, খামোখা খৃষ্টান হলো, ফিরিঙ্গি মেম বিয়ে করলো,—বিলেতে গেল—তাই না আজ ওর এই দুর্দ্দশা। কিন্তু এত যে কষ্ট—তবু দান ধ্যানের কমতি নেই! ··দিয়েই ফতুর হ'ল পাট্টাদার,—লোকটা দিয়েই ফতুর হ'ল—

মাণিক। ফতুর হইলে আমার ট্যাহার কি হবে?

বনো। টাকায় দুই আনা সুদ হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নাও।

মাণিক। দেউলে হয় যদি—

বনো। ভয় নেই, ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না। ও কখন দেউলে খাতায় নাম লেখাবে না। ..[পায়ের আওয়াজ পাইয়া সন্ত্রস্থ হইয়া উঠিল] চুপ চুপ...দত্তসায়েব এসে পড়েছেন !

(মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু। Good Evening Gentlemen !

উভয়ে। আসুন, আসুন,—দত্তসায়েব—

মধু। মিঃ বনোয়ারীলাল,—ইনি ?

বনো। আজ্ঞে, মাণিক পাট্টাদার,—টাকা দাদনের ব্যবসায়ে—

মধু। Oh, I see ! Come Heavenly Muse ! I mean—মিঃ পাট্টাদার, আপনার পদার্পণে আমার সুসময়ের সূচনা কর্চ্ছে। আমার অর্থ নাই, আপনার অনেক আছে। তাই কিছু ঋণ দান করবেন প্রত্যাশা করি।

মাণিক। আইজ্ঞা, তা দিব্যার জন্যইতো আসা হইছে। যোগ্য বন্ধক পাইলেই—

মধু। বন্ধক ! My word আমার মুখের কথা—

মাণিক। আইজ্ঞ্যা, ক্যাবল মুখের কথা নয়—

মধু। কিন্তু আরতো কিছু নেই আমার। বাড়ী, ঘর, সম্পত্তি, সব পাওনাদারের কবলে।

মাণিক। একৃকারে সব খাইছেন। মায় এই পুস্তকের দোকান খান শুদ্ধ !

মধু। দোকান ! You mean my Library ! এটা আমার পড়বার ঘর, দোকান নয়—

[কথা শুনিয়া মাণিক বিস্ময়ে হাঁ করিল।...]

মাণিক। কয়েন কি! এত ক্যাতাব—ক্যাবল পড়নের জন্যে! বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারতও ছাখতেছি! সায়েব তয় বাঙ্গালাও পড়েন।

বনো। তুমি বলো কি পাট্টাদার! ইনি যে মস্ত কবি! মেঘনাদ-বধ কাব্যের রচয়িতা—

মাণিক। অ্যাঁ! ম্যাগনাদ!

"রাবণ শ্বশুর মম, ম্যাগনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই কভু ভিখারী রাঘবে"—

তা-ও এই সায়েবে ল্যাখ্ছে!..ও সায়েব, জাইত খোয়াইয়্যা, কোর্ত্তা প্যাৎলুন পইর‍্যা তুমি ওয়া ল্যাখল্যা ক্যাম্বায়?—

মধু। হাঃ—হাঃ—হাঃ.. মিঃ পাট্টাদার,—কাব্য সৃষ্টি করে মন। সেই মনের কোন জাত নেই—তাই জাত যাবারও ভয় নেই।

মাণিক। সায়েব—

মধু। সে কথা থাক। মিঃ পাট্টাদার, আমার বড় অর্থাভাব। হ্যাণ্ডনোট আগেই তৈরী করে এনেছি—টাকায় চার আনা সুদ।

মাণিক। চাইর আনা ট্যাহা প্রতি—!

বনো। (চাপা গলায় জনান্তিকে) এ সুযোগ ছেড় না পাট্টাদার!

মধু। আপনি স্বীকার?

মাণিক। আইজ্ঞা, হেঃ—হেঃ—হেঃ—আপনি ট্যাহা নিবেন—তাথে আর কথা কি? ছান হাণ্ডনোট ছান—ট্যাহা চাইর শো বুইঝ্যা ন্যান—

[মাণিক হাণ্ডনোট লইয়া মধুসূদনের হাতে চার শ টাকা দিল]

মধু। Thank you my friend! আমি যে কত উপকৃত, ভাষায় বোঝাতে পারব না।

মাণিক। আইচ্ছা, নমস্কার—

মধু। Adieu, adieu—

[মাণিকের প্রস্থান]

বনো। হুজুর, আমার দালালী বিদায়—

মধু। Oh, sure,—এই একশো টাকার নোট ভাঙ্গিয়ে তোমার যা প্রয়োজন—

[বনোয়ারীর হাতে একশো টাকার নোট দিলেন। বনোয়ারী তাহা লইয়া কিন্তু-কিন্তু ভাবে বলিল—

বনো। আজ্ঞে, বড় অভাবের সংসার। অনেকগুলি পোষ্য!

মধু। তবে থাক, নোট আর ভাঙ্গিও না, গোটাটাই নিয়ে নিও।

বনো। আজ্ঞে।—

[বনোয়ারীর প্রস্থান।...বাহির হইতে কাহার গানের আওয়াজ শোনা গেল—

"ফুটিছে কুসুম কুল মঞ্জু কুঞ্জ বনেরে যথা গুণমণি"

মধু। By Jove ! আমার "ব্রজাঙ্গনার" গান ! কে গায় ?

(পুনঃ গীত)

"হেরি মোর শ্যাম চাঁদে পীরিতির ফুল ফাঁদে পাতিছে ধরণী"

মধু। ও...সেই বুড়ো বাউলটা—

[সহসা ভয়ানক গোলমাল উঠিল—"গেল, গেল" ..."জল, জল"..."এই বরফ আছে",..."এই বরফ আছে"। সেই কোলাহলে গানের ধ্বনি থামিয়া গেল ।]

মধু। কি হল—কি হল ?

[শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাহিরে গেলেন ।

[দৃশ্য ঘুরিয়া গেল ।

পঞ্চম দৃশ্য

মধুসূদনের বসিবার ঘর

হেনরিয়েটা ও রমলা। রমলা পিয়ানোতে বসিয়া হেনরিয়েটাকে বাংলা গান শিখাইতে-ছেন।

রমলা। মিসেস Dutt!

হেনরিয়েটা। আমি গান শিখছি...অথচ এমনি মজা...রাত্রে যে কি দিয়ে ওঁর ডিনার হবে—তার কিছু ঠিক নেই! সারা বাড়ী খুঁজলে না মিলবে একটী পয়সা ..না কোন খাবার জিনিষ!

রমলা। মিসেস Dutt! আজ তাহলে গান থাক না।

হেন। না...না · গান শিখতেই হবে। ডিনার একভাবে ভগবান হয়তো জুটিয়ে দেবেন। ডিনারের পর আমার গান, টেবিলে ফ্লাওয়ার ভাস্ ভর্ত্তি ফুল · এর যে কোন একটীর অভাব হ'লে উনি আহত হবেন। ওঁর যখন যেটী চাই, আমায় যোগাড় রাখতেই হবে।

রমলা। মিসেস Dutt!

হেন। He is a man of dreamland! বাস্তব জগতের রূঢ়-আঘাত, পাছে ওঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয়, তাই ওঁকে সন্তর্পণে

আড়াল করে রাখতে হয় আমায়।...কিন্তু যাক সে কথা, তুমি গান গাও রমলা।

রমলা। তা হলে কৃষ্ণ চূড়ার গানটা গাই, আসুন।

হেন। হাঁা, সেই ভাল। আজকে ..(হঠাৎ রমলার চোখে চোখ পড়িতে হেনরিয়েটা বিস্মিত হইলেন) একি রমলা! এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করিনি! তোমায় এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন বলতো ?

রমলা। আমায়!

হেন। মিষ্টার আর্ডেনের সঙ্গে ঝগড়া হ'য়েছে নাকি ?

রমলা। না · না—

হেন। তবে কি হয়েছে তোমার ?

রমলা। তেমন কিছুতো হয়নি মিসেস—

হেন। আমায় লুকোচ্ছো। অবশ্য যদি কিছু private হয়—জিজ্ঞেস কর্ব্বো না আর।

রমলা। আপনি রাগ কর্ব্বেন না মিসেস ডাট্! সত্যি বলছি, আপনাকে যদি বলতে পারতুম ·নিশ্চয় বলতুম। তেমন কতবার বলেওছি। কিন্তু এবার দুঃখের লাঘব হবে না— ·মিছামিছি আপনাকেও দুঃখ দেব।

হেন। রমলা!

রমলা। আপনি বরং গান শিখুন—

[আর্ডেন উঁকি মারিয়া বলিল]

আর্ডেন। রমোলা! এক মিনিট যদি এদিকে—

রমলা। মিঃ আর্ডেন।

হেন। (হাসিয়া) যাও! দেখ, হয়তো মিঃ আর্ডেন তোমার দুঃখের বোঝার খানিকটা অংশ নিতে পারেন।

রমলা। আপনি একটু বস্থন ববং ঐ গানটি practice করুন। আমি এক্ষুনি আসছি। গানের খাতা দিয়ে যাবো?

হেন। যাও না—আজ আর গান শেখাতে হবে না। আজ যতক্ষণ তোমার খুসী—ছুটি মঞ্জুর।

(রমলার প্রস্থান। হেনরিয়েটা স্মিত-হাস্যে সেইদিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পরে গান ধরিলেন—)

(হেনরিয়েটার গান)

কৃষ্ণচূড়া, কৃষ্ণচূড়া ফুল দেখ লো সজনি।
এই যে কুসুম শিরোপরে পরেছি যতনে
মম শ্যামচূড়া রূপ ধরে এ ফুল রতনে।
বসুধা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতুহলে এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া লয়েছি আমি কাড়িয়া
মোর কৃষ্ণচূড়া কেন পরিবে ধরণী॥

(গানের শেষে অ্যালবার্ট নেপোলিয়নের প্রবেশ…। মুখ শুকনো…পিছন হইতে সে আসিয়া হেনরিয়েটার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল)

অ্যালবার্ট। Mammy! Mammy!

হেন। অ্যালবার্ট!

অ্যালবার্ট। বড্ড ক্ষিদে পাচ্ছে, কথন ডিনার হবে ?

(উপবাসী ছেলে আসিয়া আহার্য্য চাহিতেছে। ঘরে কিছু নাই। হেনরিয়েটার চোখে জল আসিল। তাহা লুকাইয়া ছেলেকে কোলে টানিয়া নিলেন)

হেন। ডিনার! হ্যাঁ, একটু বাদেই হচ্ছে অ্যালবার্ট! এখন বড হয়েছ তুমি। আচার ব্যবহার সব শিখতে হবে। ওঁকে ফেলে কি তোমায় আগে খেতে আছে!

অ্যালবার্ট। (উঠিয়া) আচ্ছা ম্যামি, ক্ষিধে পেলেও খেতে চাইব না। কিন্তু এই দেখ ম্যামি, আমার সার্ট একদম ছিঁড়ে গেছে—আর গায়ে দেওয়া যায় না।

হেন। এবার নূতন সার্ট পাবে অ্যালবার্ট। ওঁকে কে নাকি আজ চারশো টাকা ধার দেবে ব'লেছে। টাকা নিয়ে এসেছে নীচের লাইব্রেরী ঘরে।

অ্যালবার্ট। চীয়াবো ম্যামী! God bless that good fellow! আর আমার জুতোও চাই একজোড়া—খাসা নূতন জুতো, দিদি যেমনটি সেবার মিণ্টনকে কিনে দিয়েছিল।

হেন। সব পাবে অ্যালবার্ট, টাকা এলেই সব পাবে।

(নেপথ্যে মধুসূদনের গলার আওয়াজ শোনা গেল—)

নেপথ্যে মধু। টাকা—টাকা—টাকা! Every where the question of money.

(মাইকেলের সাড়া পাইয়া হেনরিয়েটা অ্যালবার্টকে সরাইয়া দিলেন)

হেন। যাও অ্যালবার্ট, একটুখানি খেলা করগে।

(অ্যালবার্টের প্রস্থান। অন্যদিক হইতে মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু। But why ? কেন এই টাকার প্রয়োজন ? হেনরিয়েটা, আমার বিশ্বাস, গোলাবারুদ যে আবিষ্কার ক'রেছিল—সেও পৃথিবীর এত ক্ষতি করেনি—যত ক্ষতি করেছে সে, যে প্রথমে টাকার আবিষ্কার করলো। পৃথিবীর মাঠ-ভরা সোনার ফসল, বন-ভরা মিষ্টি ফল—তবু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে পারি না, তার জন্যেও টাকার প্রয়োজন। মরুকগে ছাই টাকার সংসার। হেনরিয়েটা, বড় পিপাসা—Just a cup of tea please...ওকি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে। চা নেই নাকি ?

হেন। না।

মধু। দোকান থেকে আনিয়ে নাও। Boy—Boy—

হেন। দোকানদার আর ধার দেবে না ব'লেছে।

মধু। ওঃ—

হেন। টাকা দাও—আনিয়ে নিচ্ছি।

মধু। টাকা। কোথায় পাব ?

হেন। ধার পেলে না বুঝি ?

মধু। পেয়েছিলাম—বনোয়ারীর বড় অভাব—তাকে দিলাম একশো টাকা। তার পর সেই অন্ধ বাউল, মনে নাই, যাকে আমি আমার ব্রজাঙ্গনার গান শিখিয়েছিলাম—সে হঠাৎ পথের মোড়ে গাড়ী চাপা পড়ল ! Poor fellow !

দুনিয়ায় এক বুড়ো মা ছাড়া আর কেউ নেই। ওকে হাঁসপাতালে পাঠাতে কিছু খরচ হ'ল। বাকী টাকাটা ওর মাকেই পাঠিয়ে দিলাম। আহা! বেচারা কত দিনে সুস্থ হ'য়ে উঠবে কে জানে।

(গৌরদাস বসাকের প্রবেশ)

গৌরদাস। May I come in সাহেব? Good evening Mrs-Dutt

মধু। হ্যালো Mr. Gourdass Bysack! The great Deputy Magistrate! দুঃখের নিদাঘ দিনেও এ মধু-চক্রকে ত্যাগ করতে পারলে না ভাই।

গৌর। Mrs. Dutt, আপনার কাছে এক গুরুতর অভিযোগ নিয়ে এসেছি মধুর নামে।

হেন। (হাসিয়া) কি অভিযোগ বলুন।

মধু। Against Madhu! Or rather say—Honey pot without honey—মধুহীন মধুপাত্র।

গৌর। বাক্য মধুতে তুমি Shakespeare, Miltonকেও হার মানাও স্বীকার কর্চ্চি...কিন্তু—

মধু। কিন্তু পানীয় মধু তো দূরের কথা—এক পেয়ালা চায়েরও সংস্থান নেই এ বাড়ীতে।

হেন। আপনারা বসুন · আমি দেখছি।

(হেনরিয়েটা পলাইতেছিলেন। মধুসূদন বাধা দিলেন)

মধু। Ah, wait Darling! চায়ের সংস্থান নেই বলেছি তাই

লজ্জায় পালাচ্ছ! কিন্তু ভেবে দেখ তো, না বলে দিলে গৌরদাস যদি তোমার কাছে সত্যি সত্যি এক কাপ চা চেয়ে বসতো—কি কেলেঙ্কারিটা হ'ত তবে!

হেন। তুমি চুপ কর—

(উভয়ের পানে চাহিয়া কপট গাম্ভীর্য)

মধু। ওঃ।

গৌর। শুনুন Mrs. Dutt, মধুকে আপনি শাসন করুন—ও বড্ড বাড়াবাড়ি কচ্ছে আজকাল। বুঝলেন—বিনা পয়সায় ব্যারিষ্টারী সুরু ক'রেছে।

মধু। What do you mean? বিনি পয়সায় ব্যারিষ্টারী! মানে, I am a charitable Barrister!

গৌর। বিনোদ ঘোষাল নামে যে client টি এসেছিলেন...তাঁর কাছ থেকে fee নাওনি কেন?

মধু। বিনোদ ঘোষাল! ওঃ হ্যাঁ—কিন্তু সে ভদ্রলোক বললেন—তুমি নাকি তাঁকে পাঠিয়েছিলে।

গৌর। পাঠিয়েছি বলে...fee নিতে নিষেধ করেছি?...ধর, আমি তার কাছ থেকে এই দুশো টাকা কি আদায় করে এনেছি। ধরো না, বিনি পয়সায় মামলা করে দেবে নাকি?

মধু। তুমি বল কিহে। হলই বা মক্কেল,—কিন্তু তোমার নাম ক'রে সে এসেছে তার কাছে fee নেব কি?

গৌর। মধু!

মধু। না—না...ও দুশো টাকা তাঁকে ফেরৎ দিয়ে দিও। হ্যাঁ... তুমি আমাকে পাঁচটি টাকা ধার দিয়ে ফেল দিকিনি। ঘরে

আজ কিচ্ছু নেই। Charity of Rs. 5/- to the charitable Barrister with empty pocket and—

নেপথ্যে অ্যাল। বড্ড ক্ষিদে পাচ্ছে ম্যামি, কিছু খেতে পাবো না!

মধু। ওই শুনছ—Baby is crying! সারাদিন কিছু খায়নি ওই দুধের ছেলে।' দাও দিকিনি—

গৌব। এই নিন Mrs. Dutt.

(পাঁচটি টাকা হেনরিয়েটাব হাতে দিলেন)

হেন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ—

মধু। হেনবিয়েটা—চটপট্ খাবাব আনাও—গৌব দেশী ডিম ভালবাসে, চা আর ভেট্‌কি মাছেব ফ্রাই। যাও, তৈবী করে আন ..শিগগিব—

হেন। বসুন আপনারা, আমি নিজের হাতে তৈবী করে আনছি Mr. Bysack,—

(প্রস্থান)

মধু। আঃ—আজকেব মত একটি পরিবারকে উপোষের হাত থেকে বাঁচালে গৌর! My friend, you are angelic No.. you are something exquisite still.

গৌর। মধু, ছেলেবেলা থেকে আমরা এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি। আমাব বন্ধুত্বেব দাবীতে তোমায় আমি অনুবোধ কর্চ্ছি মধু, এখনও হুঁসিয়াব হয়ে চল· টাকা চিনতে শেখো, নইলে জেনো, তোমার সাম্‌নে বড় অন্ধকার।

মধু। টাকা চিনলে অন্ধকার দূর হবে না গৌর! তাতে বড় জোর স্কচ-হুইস্কির পিপাসা দূর হতে পারে। তুমি কিছু ভেবে না, তোমরা বন্ধুজন সদয় থেকো—Then I care a fig for this world of money. I want to sing like a bird! I want to dance like a fire-fly! Oh, the joy of life—the joy of life!

(গৌরদাস বসাককে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া শিশুর মত আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(পূর্ব্বোক্ত লাইব্রেরী। আর্ড্রেন ও রমলা)

আর্ড্রেন। Oh, the joy of life! Yes, Romola, you are my joy of life!

রমলা। আস্তে, অত চেঁচিও না—

আর্ড্রেন। কেন?

রমলা। ও ঘর থেকে মিসেস্ ডাট্ শুন্‌তে পাবেন যে!

আর্ড্রেন। শুনিটে পাবেন! টাহাটে কী হবে?

(রমলা হাসিয়া উঠিল)

হাসছে কেনো? রোমোলা—রোমোলা—

রমলা। দেখ...স্যুট্ পরো...আর খৃষ্টানই হও—তুমি তো বাঙালী ছাড়া আর কিছু নও। এ কথাটা ভুলে যাও যদি তা হ'লে মাঝে মাঝে বরং সাম্‌নে আয়না ধ'রো—নিজের স্বরূপ মনে পড়ে যাবে!

আর্ড্রেন। Yes, I know, I am a Bengalee.

রমলা। শুধু বাঙালী নয়! অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী—মানে খাঁটি চাল-কলা-বাঁধা বামুনের ছেলে! অমন বাঁকা ক'রে কথা বলো কেন? সহজ কথা রমলা...তা না ব'লে "রো-মো-লা"... মাগো...আমার বড্ড হাসি পায়।

আর্ড্রেন। আচ্ছা আচ্ছা রমলা বলিবে!

রমলা। শুধু রমলা বলিবে না...একটী কোথা বাঁকা ক'রে বলিলে হামি তোমার সঙ্গে কথা বলিবে না...

(উভয়ে হাসিল)

আর্ডেন। অল্‌বাইট্‌ আজ থেকে সব কন্‌ভেন্‌শন্‌ ত্যাগ ক'রলুম... সোজা বাংলাই বলব...।

রমলা। এই তো, দিব্যি নাড়ীজ্ঞান আছে দেখছি।

আর্ডেন। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

রমলা। আঃ—আবার জোরে হাস্‌ছো! ওঁরা শুন্‌বেন!

আর্ডেন। শুন্‌লেনই বা, একথা তো এ বাড়ীর কারুর অজানা নয় যে —যেদিন রমলা দেবী তাঁর গীতি-নৈবেদ্য নিয়ে এ বাড়ীতে প্রথম আবির্ভূতা হলেন—সেইদিন থেকে মাইকেলের ভাষায়—

"এ ভক্ত পূজারী তাঁর নত নেত্রে দুয়ারে দাঁড়ায়ে"—

রমলা। উঃ, দস্তুরমত কবি হয়ে উঠেছ আর্ডেন!

আর্ডেন। মহাকবি মাইকেলের রুটি খাচ্ছি যে—আর তা ছাড়া—

রমলা। তা ছাড়া?

(দুজনে কাছাকাছি আসিল। একে অপরের মুখের পানে জিজ্ঞাসু চোখে চাহিল)

(মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু। Ah, you two doves! What are you doing here? —"কপোত কপোতী যথা—উচ্চবৃক্ষ চূড়ে"— Don't feel shy, I am slipping away.

(লাইব্রেরী ঘর হইতে একখানা বই লইয়া প্রস্থান)

আর্ডেন। রমলা!

রমলা। কি?

আর্ডেন। আকাশে আজ জ্যোৎস্নার জোয়ার .হাওয়া ব'য়ে আনছে কা'দের বাগান থেকে যেন হাস্নুহানার গন্ধ! এই চাঁদের আলো...আর কুসুমিত সুরভী রাতের back ground—মাঝখানে মাইকেল এঞ্জেলোর আঁকা ছবির মত নিষ্পলক চেয়ে আছ তুমি! Ah, love! "তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা!" Will you not open your lips! Romola, Dearie!

(কাছে গিয়া মুখের কাছে মুখ আগাইয়া নিল। রমলা চকিতে সরিয়া গেল)

রমলা। No...not in that way! My lips will open in Songs

রমলার গান

নন্দন বন হতে গন্ধ-বহ
এসো এসো দক্ষিণ বায়
ক্লান্ত বিধুর চিত্ত স্নিগ্ধ করো
এসো মৃদু মন্থর পায়।
অসীম অম্বর তলে
চন্দ্রমা মণি-দীপ জ্বলে
দিগ্বধূ অভিসারে চলে
কোন নন্দন বন ছায়!

[গানের শেষে আর্ডেনের বুকে মাথা রাখিল]

আর্ডেন। বমলা, Dearie ! How do you love me sweet ? কত ভালবাস আমায় ?

[রমলা চকিতে সরিয়া গেল]

বমলা। না, আমি ভালবাসি না , মিছে কথা ··আমি ভালবাসিনা।

আর্ডেন। বমলা, কি হ'ল, হঠাৎ তোমার কি হ'ল ?

[রমলার গলার আওয়াজ হঠাৎ যেন কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।]

বমলা। আমায় ক্ষমা কব আর্ডেন। আমরা বড় বেশী দূব এগিয়ে এসেছিলুম, কিন্তু আব নয়...এবার আমায় পালাতে হবে · তুমি আমায় ছুটি দাও।

আর্ডেন। ছুটি দেব ! শুধু দূব থেকে দেখা· শুধু ছুটি মুখের কথা— তার চেয়ে ঢের বেশী ক'বে পাবো তোমায়, আমি যে সেই আশার স্বপ্ন রচনা কবছি রমলা। আমাদেব বিবাহিত জীবনে—

বমলা। বিবাহ !

[আর্ত্তনাদ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল]

আর্ডেন। তুমি অমন ক'বে মুখ ঢাকছ কেন রমলা ? আমি—আমি কি তোমাব যোগ্য নই ! জগতে আমার অর্থ নেই, প্রতিষ্ঠা নেই—পরের দয়ায় দু মুঠো খেতে পাই—তাই কি আমায় তুমি—

রমলা। তোমার হাত ধর্ছি, ওসব কথা ব'লে আমায় কষ্ট দিওনা— তোমার...তোমার দুটি পায়ে পড়ি আর্ডেন—

আর্ডেন। রমলা—রমলা—

রমলা। কত দুঃখে, কত নিরুপায় হ'য়ে আজ আমায় এমন মর্ম্মান্তিক প্রত্যাখ্যান জানাতে হচ্ছে তোমায়—যদি বুঝতে পারতে ...তুমি রাগ ক'রতে না—অনুকম্পাই ক'রতে—

আর্ডেন। কি কি হ'য়েছে বলত?

রমলা। এতদিন বলিনি তোমায়..কিন্তু আর লুকুনো চলে না। মায়ের কঠিন ব্যায়রামের সময় তাঁর চিকিৎসার জন্য আমি এক মহাজনের কাছে ৮০০্ টাকা ধার নেই। মা নিজের মুখে তাকে বলেছিলেন—"ঐ টাকা যদি পাঁচ বছরে আমরা শুধতে না পারি, আমার রমলাকে তা হ'লে তোমার হাতে তুলে দেব"...

আর্ডেন। Is it!

রমলা। মা মারা গেলেন, পাঁচ বছরের মধ্যে প্রাণান্ত ক'রেও ঋণ শুধতে পার্লুম না। এবার সে আসবে তার টাকা নিতে। টাকা না পেলে পরিবর্ত্তে—পরিবর্ত্তে—

আর্ডেন। রমলা, একি ক'রেছ তুমি। একথা এতদিন আমাকে কেন জানাওনি? যেমন ক'রে পারতুম, ঐ টাকা আমি যোগাড় ক'রে দিতুম..আমায় কেন জানাওনি আগে?

রমলা। তোমার কাছে তো টাকার চাইতেও ঢের বড় জিনিষের

জন্য হাত পেতেছি আর্ডেন, আর পেয়েওছি। তুচ্ছ টাকা চাইতে তোমার কাছে সঙ্কোচ হ'ল।

আর্ডেন। তবে মিসেস ডাটের কাছে কেন চাওনি ?

রমলা। তিনি অনেক দিয়েছেন। হাতে টাকা নেই সেদিন তাঁর বহুমূল্য french gown ৭০ টাকায় বিক্রী করে· সেই টাকা আমায় দিয়েছেন...

আর্ডেন। তবে ?

রমলা। তুমি বল আর্ডেন—আমি কি করব ? বল আমি কি ক'রতে পারি ?

[আর্ডেন কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর এক সময় মাইকেলের ড্রয়ার খুলিল। তাহার মুখের ভাব শক্ত হইল]

আর্ডেন। ভয় পেয়োনা রমলা, কারো সাধ্য নেই...তোমায় আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেবে। টাকার যোগাড় না হয় শেষ পর্য্যন্ত রয়েছে এই—

[ড্রয়ার হইতে পিস্তল বাহির করিল]

রমলা। পিস্তল। তাকে খুন্ ক'রবে তুমি। আর্ডেন আর্ডেন... সে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। তুমি পিস্তল তুলে রাখ।

আর্ডেন। কিন্তু তাহলে টাকার যোগাড় কেমন করে...

(পকেটে পিস্তল রাখিতে গিয়া চাবি পাইল)

চাবি ! My God ৷ রাত দশটা পাঁচ ! হ্যাঁ...প্রতি-দিন মহাদেব এই সময়ে এটর্নির বাড়ী থেকে এই পথে ফেরে অনেকদিন বলেওছে আমায়, মহাদেবকে ধরতে হবে—

(চলিয়া যাইতেছিল)

রমলা। কোথায় যাচ্ছ ?

আর্ডেন। রাস্তা থেকে মহাদেবকে গ্রেপ্তার ক'রতে হবে। And then—we belong to each other love—

(এক মিনিট ফিরিয়া রমলাকে আদর করিল। তারপর আর্ডেন ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল)

(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

সপ্তম দৃশ্য

বসিবার ঘব

মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা কাব্য পডিতেছিলেন
. .পার্শ্বে গৌরদাস বসাক।

মধু। Look here Gour! ব্রজাঙ্গনাব রাধা বলেছিলেন—
ভাল যে বাসে স্বজনি কি কাজ তাহাব রে
কুলমান ধনে,
যাক্ মান যাক্ কুল মন তবী পাবে কুল
চল ভাসি প্রেমনীবে ভেবে ও চবণে।

গৌব। বাধাব বিরহ ব্যথা এখন থাক।

মধু। ওই শুন পুন বাজে মজাইয়া মন রে
মুবাবির বাঁশী।

গৌব। ওব চেয়ে ঢেব বড আঘাতেব জন্য প্রস্তুত হও বন্ধু
কাল মহাদেবেব—

মধু। রোসো...বাধার বিরহে মহাদেবের স্থান কোথায় হে!
তৃষ্ণায় চাহিলাম এক ঘটি জল
তাডাতাডি এনে দিলে আধখানা বেল?
বলি, মহাদেব কেন রাধাব ব্যাপাবে?

গৌর। আঃ, মহাদেব চক্রবর্ত্তী···বুঝেছ, মহাদেব চক্রবর্ত্তী...

মধু। Oh, that scoundrel · Europeএ থাকতে আমায় কি

কষ্টটাই দিয়েছে ! অথচ মাসে মাসে মিসেস 'ভি'কে ১৫০৲ টাকা করে দেবে, আমায় বিলেতে খরচা পাঠাবে এই সর্ত্তে জমিদারী তাকে পত্তনি দিয়েছিলাম।

গৌর। আমি বলছি মহাদেব চক্রবর্ত্তীর মামলার—

মধু। মামলা আমি করতাম না গৌর—Believe me, আমিও টাকার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম—কিন্তু এখন আমার টাকার বড় দরকার—দেনায় ডুবে গেছি—

গৌর। কাল তার মামলার তারিখ, মনে আছে ?

মধু। Is it! কাল মামলা!

গৌর। এই মামলায় যদি সে জিততে পারে, তোমার বিষয় আশয় ..এমন কি টেবিল, চেয়ার শুদ্ধ তার কবলে যাবে—খরচার দায়ে।

মধু। Don't worry! কিছু ভেবনা, সে মিথ্যা দাবী নিয়ে মামলা সাজিয়েছে...জয় আমার হবেই। আমার কাগজ পত্র প্রমাণ করবে...ওকে বিষয় পত্তনি দিয়েছিলাম, দানপত্র তৈরী করে দিই নি।

গৌর। But you are not the man to suck the moisture of life from the dry bones of Law. কবি, মামলা তুমি নিজে চালাবে ?

মধু। Why? আমার পক্ষে Barrister Mr. Evans রয়েছে!

গৌর। কিন্তু Mr Evans কাল তোমার case attend করবে না।

মধু। কেন ?

গৌর। ক'দিন তাকে fee দিয়েছ ?

মধু। Fee। দিতে পারিনি দেব বলেছি।

গৌর। কাল বেলা ১০ টার মধ্যে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা না যোগাড় কর্ত্তে পাল্লে তাকে পাবে না মধু! তার Personal assistant আমায় বলেছে· কি কব না কর...আজই রাত্রে জানিয়ে দিতে

মধু। কি করব তবে ! What am I to do then ? Gour, চুপ ক'বে থেকোনা.. কি হবে বল ভাই ?

গৌর। পাঁচ শত টাকা ··অন্ততঃ পাঁচশত টাকা···ভাল কথা বিদ্যাসাগব মশাই তোমার চিঠির কোন জবাব দিয়েছেন ?

মধু। না। ইংলণ্ডে থাকতে যখনই অভাব জানিয়ে চিঠি দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে তিনি টাকা পাঠিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন— আমায় বাঁচিয়েছেন। সেবাব শর্ম্মিষ্ঠার বিযের সময় পর্য্যন্ত কত টাকা সাহায্য করেছেন ·কিন্তু এবার এত কাকুতি করে লিখলুম তবু···

(কড়া নাড়িবার শব্দ)

মধু। Come in.

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

কে তুমি!

আগন্তুক। বাদুড বাগান থেকে এসেছি হুজুর ·এই চিঠি।

(মধুসূদনের হাতে চিঠি দিয়া আগন্তুকের প্রস্থান)

মধু। বাদুড়বাগান থেকে চিঠি! আমার নামে! My God! Long live the blessed Pundit! Henriett a We are saved...Henrietta!

(হেনরিয়েটার প্রবেশ)

গৌব। কি ব্যাপাব!

মধু। গৌবদাস, হেনবিয়েটা, Look here, মেঘ না চাহিতে জল! Here is the sum of Rs 1500- from Iswar Chandra Vidyasagar!

হেন। 1500/-

মধু। What a joy darling! এ আনন্দেব স্মৃতিবক্ষাব জন্যে একটা কিছু করতে হয়...আব কিছু নাহি পাই, কোথা তব ভেটকি ফ্রাই?

হেন। রান্না হচ্ছে।

মধু। হচ্ছে ·মানে Future tense! এখন তাহলে কি করা যায়? কবিতা লিখব...পনেব শো টাকাব স্মরণে? বোসো, কাছে বোসো—

(হাত ধরিয়া বসাইলেন, হাঁটুর উপর কাগজ রাখিয়া লিখিতে আরম্ভ করিতে হেনরিয়েটা লজ্জায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

"Ah, I thought I shall be able
Making thy lap my table
To write a poem with ease.
But Ha ! your shaking
Gave my pen a quaking
Rudeness never I saw like this !

গৌর। মধু, বোসো...আমি Mr. Evansএর ওখানে খবর দিয়ে আসছি যে সব ঠিক আছে।

(প্রস্থান)

মধু। শিগগির ফিরে এস বন্ধু, Don't forget your ভেটকি ফ্রাই and দিশী ডিম—

[দৃশ্য ঘুরিয়া গেল]

অষ্টম দৃশ্য

লাইব্রেরী

(রমলা ও আর্ডেনের প্রবেশ)

আর্ডেন। চুপি চুপি এসো রমলা ·

রমলা। কেন, কি হ'য়েছে ?

আর্ডেন। চুপ ! এই নাও টাকা . পুরো ৮০০ শত—

রমলা। কোথায় পেলে এত টাকা ?

আর্ডেন। বলছি...আগে টাকাগুলো ধর ..ব্যাগে পুরে ফেল।

(মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু। Ah ! Conspiracy ! You are still making Love's conspiracy ! এসো, চেয়ে দেখ, আজ আমরা রাজ রাজেশ্বর। Rs 1500/- in cash ! You must take share of our joy ! হেনরিয়েটা—

(হেনরিয়েটার প্রবেশ)

মধু। শুনে যাও ..এই যে list ক'রে ফেলেছি। অ্যালবার্টের জামা জুতো ১৫০৲, শর্ম্মিষ্ঠাকে ২০০৲, মিণ্টন ওখানে আছে —তার স্যুটের জন্য ১৫০৲, তোমার গাউন ২৫০৲

হেন। উঁহু, রমলার কাছে বাঙ্গালী মেয়ের মত শাড়ী পরা শিখেছি...গাউন না কিনে শাড়ী কিনব।

মধু। শাড়ী ! রমলা, You want to make Mrs D. an

আদর্শ বাঙালী ঘরের বউ! অ্যাঁ! বেশ, শাড়ী ৫০৲, আর গাউনও থাক ২০০৲ টাকা। Arden, রমলা, গৌর, মনোমোহন, ফ্রয়েড, মিল্টন· ওদের সবাইকে নিয়ে একদিন family টি-পার্টি. .ধর ১৫০৲ টাকা।

হেন। কিন্তু এসব খরচ করলে মামলার খরচ চালাবে কি করে?

মধু। ঐ যা! তাও ত' বটে! টাকা ধার করেছি মামলার জন্যে—তবে এসব খরচ—

(গৌরের প্রবেশ)

গৌর। মধু!

মধু। এস গৌর বড় সমস্যায় পড়লুম—কি করা যায় বলতো?

হেন। আপনি এত শিগ্‌গির এলেন।

গৌর। যাচ্ছিলুম, পথে মহাদেব চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা হ'ল। শুনেছ মধু, মহাদেব এইমাত্র শাসিয়ে গেল মামলায় সে জিতবেই।

হেন। মহাদেব চক্রবর্ত্তী।

মধু। বলুক না। মহাদেব শর্ম্মাকে মামলায় হেরে এবার ব্যোম ভোলা বলে পালাতে হবে কৈলাশে। সুদর্শন চক্র হাতে রয়েছেন শ্রীমধুসূদন। তবে সুদর্শন চক্র ঘোরাতে কিছু তৈল খরচ করতে হবে...তাই ভাবনা!

গৌর ছেলেমানুষী কোরোনা মধু। মহাদেব বলছিল, আট

হাজার টাকায় রফা করতে। আমার বিশ্বাস, সে কোন দরকারী কাগজ হাতে পেয়েছে।

(এই সময় আর্ডেন ভীত হইয়া পড়িল। ইঙ্গিতে সবার অলক্ষ্যে রমলাকে লইয়া প্রস্থান করিল)

মধু। আরে, সবচেয়ে দরকারী কাগজ সে তো আমারই ড্রয়ারে—

গৌর। সেখান থেকে যদি চুরি যায় ?

মধু। চুরি যাবে ! My boy, the key is with Mrs. D যিনি হৃদয়-হারিণী বটেন—কিন্তু নহে দলিল-হারিণী।

হেন। কিন্তু চাবি তো আজ আমার কাছে দাওনি !

মধু। দিই নি নাকি. .তবে আমারই পকেটে—

(পকেট দেখিলেন)

হেন। দলিল দেখতে Ardenকে দিয়েছিলে না ! Mr. Arden ! ...একি ! কোথায় গেল ওরা ?

মধু। কোথায় গেল—হ্যাঁ, চাবিতো Ardenএরই কাছে !

গৌর। Arden ! ড্রয়ারের চাবি আর্ডেনের কাছে। সেই ড্রয়ারে Deed Boxএ দলিল। হ্যাঁ, বুঝতে পাচ্ছি—আমি বুঝতে পাচ্ছি।

(প্রস্থানোদ্যত)

মধু। কি, কোথায় যাচ্ছ ?

গৌর। পুলিশে খবর দিতে—

মধু। পুলিশ !

হেন। পুলিশ কেন ?

গৌর। বেশী কথা বলবার সময় নেই...আমার দৃঢ় বিশ্বাস, Arden সব দলিল মহাদেবের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ ডেকে ওকে গ্রেপ্তার করাব।

(প্রস্থান)

মধু। আর্ডেনকে গ্রেপ্তার ! আমার কাছে যে নিরাশ্রয় হ'য়ে একদিন মাথা গুঁজেছিল তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব কেমন ক'রে হেনরিয়েটা ?

হেন। কিন্তু যেখানে আশ্রয় পেয়েছিল...সেই আশ্রয় যে ভেঙ্গে দিতে চায়—তাকেই বা কেমন ক'রে ক্ষমা করবে বলতো ? দলিল হাত ছাড়া হ'লে আমাদের যে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে স্বামী পুত্রের হাত ধ'রে আমায় রাস্তায় নাম্‌তে হবে !

মধু। সে কথা সত্যি ! কিন্তু হেনরিয়েটা...আর্ডেন বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রতে পারেনা। তুমি খুঁজে দেখ.. চাবি হয়তো আমিই কোথাও রেখেছি। আসমারী, দেরাজ সব ভাল ক'রে খুঁজে দেখ। না ..না .আর্ডেন একাজ ক'রতে পারেনা ..কিছুতে না। আচ্ছা, ওকে আমি জিজ্ঞাসা ক'রে আস্‌ছি। আর্ডেন...আর্ডেন...

(প্রস্থান)

(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

নবম দৃশ্য

বসিবার ঘর

(আর্ডেন রমলাকে বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিতেছিল)

আর্ডেন। রমলা রমলা—

রমলা। না—না, আমায় আগে সব খুলে বল, কি করে তুমি এ আটশ টাকা যোগাড় করেছ? বল · শিগ্গির...নইলে আমি কিছুতে যাব না—

আর্ডেন। কিন্তু এখানে থাকলে বিপদে পড়বে যে।

রমলা। কেন? কিসের বিপদ? বল, নইলে আমি যাব না।

(মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু। Ah! What a beautiful picture! এমন নির্ব্বিরোধী তরুণ তরুণী.. এদের ধরতে লোকে পুলিশে খবর দেয়!

আর্ডেন। পুলিশ!

মধু। গৌর দাসের ধারণা—তুমি নাকি মহাদেবকে দলিল দিয়েছ!...একি তুমি কাঁপছ কেন? Will you have a peg?

আর্ডেন। Mr. Dutt!

মধু। My boy! Policeএর নামে এত ভয়! No, no,

let them come ; Romola will offer them a cup of tea.

আর্ডেন। Mr. Dutt! আমায় বাঁচান!

মধু। কি হয়েছে? ভয় পাচ্ছ কেন?

আর্ডেন। আমি—আমি সত্যিই মহাদেবকে টাকার লোভে দলিল দিয়েছি।

মধু। সে কি! কত টাকার জন্য এ কাজ করেছ?

আর্ডেন। আট শত টাকা।

মধু। সামান্য আট শত টাকার জন্যে?

আর্ডেন। সামান্য নয়। ঐ আট শত টাকা দিয়ে আমি আমার জীবনের এক পরম বিপদময় মুহূর্ত্ত পার হতে চলেছি।

মধু। কিন্তু ঐ দলিল হারিয়ে আমার কি হ'ল জান আর্ডেন?

আর্ডেন। উপায় ছিল না...কোন রকমে টাকা যোগাড় কর্ত্তে পার্ল্লুম না! নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ..শুধু রমলাকে বাঁচাবার জন্য আমি এতবড় ঘৃণ্য কাজ কর্ল্লুম।

মধু। রমলাকে বাঁচাতে! কেন ..কি হয়েছে রমলার?

আর্ডেন। আটশ টাকা দেনা যদি শুধতে না পারত ..তাহলে রমলাকে দাবী করত ওকে গ্রাস করত ..এমন একটী লোক· ·যে কোন রকমে রমলার যোগ্য হ'তে পারেনা! তাই .

মধু। ওকে তার হাত থেকে মুক্ত করেছ। · কিন্তু তাতে তোমার লাভ?

আর্ডেন। আমি ওকে ভালবাসি—

মধু! Oh, I see! A crime for love's sake! রমলা, তুমি?

রমলা। আমায় ক্ষমা করুন।

মধু। আঃ, ও কথা ছেড়ে দাও, তুমি ওকে ভালবাস?

রমলা। হ্যাঁ, ভালবাসি। সীমাহীন, দুরন্ত ভালবাসার আকর্ষণে আমরা ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান হারিয়েছি। আমাদের সমস্ত চৈতন্যকে ছেয়ে আছে আমাদের অপরিমেয় প্রেম। আমরা চাই...শুধু দুজনে মিলিত হতে।

মধু। কিন্তু দুজনার ধর্ম তোমাদের এক নয়...তুমি ব্রাহ্ম, আর্ডেন ক্রিশ্চিয়ান।

আর্ডেন। মনের ধর্ম কিন্তু এক আর সে ধর্ম ভালবাসা!

মধু। Wonderful!...রমলা?

রমলা। দুই সাগরের পারে ছিলাম আমরা একই আকাশের বিহগ বিহগী—

মধু। Divine! যাও তবে মুক্ত-পক্ষ-বলাকার মত উড়ে যাও তোমরা অসীম নীলিমার রাজ্যে...যাও যাও—

আর্ডেন। মিঃ ডাট!

মধু। আর দেরী নয়, পুলিশ আসছে, এখান থেকে পালিয়ে যাও।

(হেনরিয়েটার প্রবেশ)

হেন। একি! তুমি Criminal-দের পালাতে সাহায্য কচ্ছ?

মধু। No, No my darling! উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, প্রফেসর, সহরের যে কোন সম্ভ্রান্ত নাগরিকও হয় তো

ক্রিমিন্যাল সেজে কাঠ-গড়ায় দাঁড়াতে পারে, কিন্তু মাইকেলের বিচারশালায়—A Lover can never be a criminal.)

(নেপথ্যে বহুলোকের পদধ্বনি। গৌরদাসের গলার আওয়াজ শোনা গেল)

নেপথ্যে গৌর। মধু—মধু, আমি এসেছি। Boy—Boy, ফটক খুলে দাও।

মধু। ঐ পুলিশ! যাও, এই টাকা নিয়ে পালিয়ে যাও।

(বিদ্যাসাগর প্রেরিত টাকা হাতে দিলেন)

আর্ডেন। টাকা!

মধু। My boy! মিলিত-জীবনকে সুখী করতে টাকা চাই। কিন্তু কোন দিকে যাবে? ফটকে পুলিশ!...যাও, ঐ দিক দিয়ে যাও .সিঁড়ি অন্ধকার .Take this candle. Take it

(উভয়কে আলো দিয়া বাহির করিয়া দিলেন)

হেন। কী করলে! একি করলে তুমি! সর্ব্বস্ব দিলে...ঘরের আলোটুকু পর্য্যন্ত ওদের হাতে তুলে দিলে!

মধু। ভয় কি হেনরিয়েটা? ঘরের আলো যে পরকে বিলিয়ে দেয়, তার ঘর কোন দিনই অন্ধকার থাকে না। সে ঘরে নেমে আসে আকাশের আলো। Lo! Lo! My

darling ! Heaven's luminous candle burns for us.

(আলো সরাইয়া দিতেই খোলা জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্না নামিয়াছিল, সেই জ্যোৎস্না মধুসূদনের ললাটে গ্রীবায়, উজ্জ্বল চোখের উপর ঝলমল করিতে লাগিল ! এযেন কোন অতি বড় শিল্পীর আঁকা দেবদূতের ছবি !.. একটু বাদে আত্মভোলা কবির স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল !...কোথা হইতে যেন কী পড়িয়া যাইবার আওয়াজ শোনা গেল)

হেন। ওকি ! কিসের শব্দ ! কি পড়ল কী পড়ল

(ছুটিয়া প্রস্থান)

মধু। কি পড়ল ! কোন দিকে, কোন দিকে ?

(অন্যদিকে প্রস্থান)

(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

দশম দৃশ্য

ষ্টোর রুম

(বিস্কুটের শূন্য কৌটা মেঝেয় পড়িয়া আছে। চেয়ার উল্টাইয়া গিয়াছে। রক্তাক্ত অ্যালবার্ট মেঝেতে পড়িয়া আছে)

(হেনরিয়েটার ছুটিয়া প্রবেশ)

হেন। অ্যালবার্ট! অ্যালবার্ট! একি, কপাল কেটে ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত ঝরছে! অ্যালবার্ট, my poor child! কথা বলছ না কেন? অ্যালবার্ট...

(মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু। অ্যালবার্ট পড়ে গেছে!

হেন। ক্ষিধের জ্বালায় খাবার খুঁজতে এসে একি কাণ্ড ক'রলে তুমি অ্যালবার্ট!

মধু। খাবার খুঁজতে গিয়েছিল! কেন.. কেন ওকে আগে দাওনি খেতে?

হেন। আগে কোথায় পাব খাবার!...দেখ্‌ছো না, বিস্কুটের কৌটায় এতটুকু বিস্কুটের গুঁড়ো পর্য্যন্ত নেই।

মধু। কিচ্ছু নেই?

হেন। ছেলে আমার অনাহারে মরছে...আর তুমি...তুমি অতগুলো টাকা পরকে দান ক'রে উল্লাস ক'রছ...

মধু। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার স্ত্রী আছে...সন্তান

আছে···আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। যাই...টাকা নিয়ে আসি...I must beg, borrow or steal যেখানে পাই টাকা যোগাড় ক'রে অ্যালবার্টের জন্যে খাবার নিয়ে আসি।

(হেনরিয়েটা মধুসূদনের কথায় ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, সন্তানহারা বিহঙ্গিণীর মত অ্যালবার্টের মূর্চ্ছাতুর দেহ বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বারম্বার চুম্বন করিতেছিলেন। আপন মনেই তাহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন)

হেন। এত রক্ত ঝরছে তোমার...

(মধুসূদন খাদ্য অন্বেষণে প্রস্থান করিতেছিলেন "রক্ত" শুনিয়া চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন)

মধু। (ফিরিয়া) অ্যাঁ! কপাল কেটে গেছে! দাও...ওকে ডাক্তার দেখিয়ে আনি...ওকে দাও...

হেন। না, স'রে যাও .তুমি ওকে ছুঁতে পাবে না...

মধু। ছুঁতে পাবো না।

হেন। না, সারা জীবন তোর যত দুঃখ এসেছে...হাসি মুখে সহ্য করেছি। But still I am a mother...আমি মা... আমার সন্তানকে যে অনাহারে মেরে ফেলতে চায়...তার হাতে আমি আমার সন্তানকে তুলে দেব না।

মধু। Henrietta! Henrietta!

হেন। না, তুমি সব পার ..তোমাকে আমার আর বিশ্বাস নেই... তুমি সন্তানঘাতক...তুমি ওকে মেরে ফেল্‌বে·· তোমার হাতে আমার সন্তানকে কিছুতে দেব না।

মধু। আঃ ছেড়ে দাও। কপাল কেটে রক্ত ঝর্‌ছে। ডাক্তার দেখাব অ্যালবার্টকে আমার ডাক্তার দেখাব।

(অ্যালবার্টকে ছিনাইয়া নিলেন)

হেন। Albert! Albert!

(পড়িয়া গেলেন)

মধু। Albert! My child! আমায় ছেড়ে পালিয়ে যাস্‌নে তুই! ওরে, যত অপরাধ...যত অবিচার ক'রে থাকি... তবু..তবু আমি যে তোর হতভাগা বাপ A poor wretched father!

(অ্যালবার্টের সংজ্ঞাহীন দেহ কাঁধে তুলিয়া লইয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেলেন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আর্ডেনের গৃহসংলগ্ন চত্বর।

(দু'চারটে ফুলের টব। কয়েকটী বেতের টেবিল ও চেয়ার। আমন্ত্রিত নর-নারিগণ, আর্ডেন ও রমলা।)

(কুলদার গীত)

মধুর বসন্ত আগমনে
মধুপ গুঞ্জরে সঘনে
করি মধুপান সুখে ফুল কাননে
কত পিকরবে
পঞ্চমে কুহরে—
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে॥

আর্ডেন। (গান শেষে) Beautiful!

কুলদা। অবশ্য রমলা দেবীর মত নয়।

নমিতা। সত্যি কথা, কি চমৎকার গাও ভাই তুমি রমলা....
আজকের উৎসবে সব দিক দিয়ে জয়মালা তোমার।

বিপিন। মিঃ আর্ডেন, শ্রীমতী রমলা দেবীব ভেতর আপনি পেয়েছেন একটী নারী-বত্ন। আপনার ভাগ্যকে ঈর্ষা কবতে ইচ্ছা হয়।

মণিকা। Silly—

(বিপিন তাহার অভিমান লক্ষ্য করিয়া প্রসঙ্গ ঘুরাইয়া দিবার ভঙ্গীতে তাড়াতাড়ি বলিল)

বিপিন। অবিশ্যি মণিকা দেবীও খুবই চমৎকার গান ....উনিও একটি নাবী-কোহীনুব। একখানা গাইবেন আপনি ?

মণিকা। No...thanks !

আর্ডেন। Gentlemen and Ladies, with your permission আমি একটু আসছি।

জগবন্ধু। দাঁড়াও বাবাজীবন,—আমাদেব সমাজের সেবার জন্য যে ২০০৲ টাকা donation দেবে বলেছিলে—সে টাকাটা তাহ'লে—

আর্ডেন। কাল পরশু নাগাদ পাঠিয়ে দেব—

জগবন্ধু। তা দিও বাবা। তোমাব মত হীরের টুকবো ছেলে ..ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি তোমাব এই অনুবাগ—

আর্ডেন। না জগবন্ধু বাবু, আপনি ভুল করেছেন......আমি ব্রাহ্ম হয়েছি—ধর্ম্মকে ভালবেসে নয়, বমলাকে ভালবেসে।

জগবন্ধু। তাহলেও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ওপর এখনতো তোমাব প্রগাঢ় অনুবাগ জন্মেছে !

আর্ডেন। আজ্ঞে না, কোন ধর্ম্মের ওপরই আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই। আবার রমলার জন্যে দরকার হ'লে আমি মন্দির, মস্‌জিদ, সমাজ, গির্জ্জা.... .যেখানে বলবেন—নাকখৎ দিয়ে বেড়াতে পারি।

জগবন্ধু। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্ম—

আর্ডেন। আজ্ঞে, আমিই একটী নিরাকার ব্রহ্ম। আমায় যখন যে পাত্রে ধারণ করবেন—আমিও তখন সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করব। ...বসুন, আসছি।

(প্রস্থান)

রমলা। ওঁর কথায় আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না জগবন্ধু বাবু—

জগবন্ধু। কিন্তু এরূপ নাস্তিকবাদী হওয়া তো ভাল কথা নয় মা।

রমলা। উনি মুখে নাস্তিক হ'লেও..... ব্রহ্মে অবিশ্বাসী নন..... তার প্রমাণ দেখলেন না—ওঁর ওই donation-এর প্রতিশ্রুতি।

জগবন্ধু। (হাসিয়া) তা বটে। টাকাটা তুমি শিগগীর গরজ করে পাঠিয়ে দিও মা। আর দেখ, যাতে ব্রহ্ম বিষয়ে ওর সব সময়ে চেতনা থাকে...তাই যখনই পারবে...সমাজের জন্যে ২০০৲/ ১০০৲ যা পারে চেয়ে নেবে।

রমলা। আচ্ছা! ওকি মণিকা, তুমি ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস, গুমোট-বাঁধা-আবহাওয়াকে একখানা গান গেয়ে হাল্কা কর।

মণিকা। না ভাই, বিশেষ প্রয়োজন...আজ আসি ভাই।

(প্রস্থান)

রমলা। আর একদিন এসো কিন্তু—

(মণিকা যেদিকে গেল, সেইদিকে চক্ষু রাখিয়া রমলাকে বিপিন বলিল)

বিপিন। আমিও আর একদিন আস্‌বো কেমন ?

(অনুসরণ)

জগবন্ধু। আচ্ছা আমিও তাহলে এখন উঠি মা. .

রমলা। সেকি ! এরই মধ্যে ! নমিতার একখানা গান না শুনে—

জগবন্ধু। আমার তো এক কাজ নয় মা ! আমায় একবার সমাজে যেতে হবে যে . আর তাছাড়া...ওসব হাল্কা গানটান আমি তেমন বরদাস্ত করতে পারি না। অবিশ্যি এক ব্রহ্মবিষয়ক গান বাদে। যেমন ধর...

(গলা খাঁকারী দিয়া গান ধরিলেন)

"নিরাকার ব্রহ্ম পদে"...

অশোক। সর্ব্বনাশ। এই সারলে !

জগবন্ধু। কে হে ছোঁড়া !

অশোক। আজ্ঞে না,—বলছিলুম সমাজ-গৃহে ব'সে আপনার মধুর কণ্ঠে কতদিন ব্রহ্ম সঙ্গীত শুনিনি...একবার যদি এখান থেকে দয়া ক'রে উঠে সমাজে গিয়ে শোনান।

জগবন্ধু। সমাজে ?

কুলদা। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপত্তি কি ? এমন সন্ধ্যায় পরম ব্রহ্মের নাম—যান, যান।

অশোক। হ্যাঁ ভাই, কুলদা, তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে আরম্ভ কর—

কুলদা। আমায় কেন ?

জগবন্ধু। বেশ···বাবা, সমাজেই গাইব—একবার ছেড়ে দশবার গাইব। চল, শুনবে সব।

অশোক। এগিয়ে যান—আমরা যাচ্ছি একখুনি—

(কুলদা সহ জগবন্ধুর প্রস্থান)

নমিতা। তুমি যাচ্ছ নাকি অশোক ?

অশোক। ক্ষেপেছ ! নইলে জগবন্ধু বাবু যে মিঃ আর্ডেন রমলার এই মিলন উৎসবের রাত্রিটীকে ব্রহ্মসঙ্গীতে ভাবাক্রান্ত করে তুলতেন। আমি এখন কোথাও যাচ্ছি না—

নমিতা। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, তাহলে ভাই রমলা—

রমলা। আর একটু বসবে না নমিতা ?

নমিতা। না ভাই, মিঃ আর্ডেনকে বোলো—শরীরটা তেমন ভাল নেই কিনা—

অশোক। ওঃ শরীরটা ভাল নেই নাকি ! চলো—এগিয়ে দিয়ে আসছি তোমায়।

নমিতা। ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে গাড়ী আছে—এটুকু একাই যেতে পারবো।

অশোক। (রমলাকে) দেখুন, আমার শরীরটাও হঠাৎ যেন ভয়ানক কেমন কেমন ক'র্‌ছে—আমিও তাহলে—

রমলা। (হাসিয়া) আপনার শরীরও ভয়ানক কেমন কেমন কচ্ছে !

নমিতা। তা হলে তুমি গাড়ী নিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ রমলার সঙ্গে গল্প করি।

(চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

অশোক। সে খুব ভাল কথা। এই চাঁদনী রাতে সবাই মিলে গল্প করলে শরীর ঠিক ভাল হ'য়ে যাবে। That will be the best medicine.

(ঝুপ করিয়া নমিতার পাশের চেয়ারে বসিল)

রমলা। [হাসিয়া উঠিল] কেন আর বেচারী অশোক বাবুকে কষ্ট দিচ্ছ ভাই? গরমে দু'জনারই হয়তো মাথা ধরেছে, এখানে আটকে রেখে আর কষ্ট দেব না। যাও, গাড়ীতে উঠে খোলা হাওয়ায় দু'জনে চট ক'রে সুস্থ হয়ে উঠবে।

অশোক। That's an idea ! Mrs Romola, you are marvelous !

(আর্ডেনের প্রবেশ)

আর্ডেন। রমলা।

নমিতা। আমরা যাচ্ছি এবার—

আর্ডেন। এত শিগগির?

নমিতা। অনেকক্ষণ একা পায়নি আপনাকে...তাই রমলা আমাদের সরিয়ে দিচ্ছে।

(নমিতা ও অশোকের প্রস্থান)

রমলা। ধেৎ...মিথ্যেবাদী—

আর্ডেন। রাগ করছ কেন রমলা। এক বছর আগে ঠিক এই দিনটীতে আমরা মিলিত হয়েছিলাম। এই মিলনোৎসবে যে বন্ধু-বান্ধবীদের আমন্ত্রিত ক'রে এনেছিলুম তাদের সান্নিধ্যে, তাদের কলহাস্যে, গৃহ আমাদের আজ সারাদিন মুখরিত হয়েছে সত্য ·কিন্তু তার মাঝখানে আমরা তো

দুজনাকে কাছাকাছি পাইনি একটী বারও! এসো, এই চাঁদের আলোয় এবার আমরা দুজনে খানিকক্ষণ পাশাপাশি বসি। উৎসব শেষে দুজনাকে দুজনে নূতন ক'রে বরণ করে নিই।

রমলা। কিন্তু উৎসব তো আমাদের এখনও শেষ হয়নি।

আর্ডেন। কেন রমলা...

রমলা। যাঁরা আমাদের জীবনের গ্রন্থি-বন্ধন ক'রে দিয়েছেন, যাঁদের মমতায় আজ আমাদের এই স্বপ্নকুঞ্জ রচনা সম্ভব হয়েছে, তাঁরা তো এখনো পৌছলেন না—

আর্ডেন। বড় আশা করেছিলুম. কিন্তু কেন জানি না ওঁরা এলেন না। আমাদের জীবনের পথে পাথেয় দিয়েছেন সত্য, কিন্তু হয়তো সেদিনকার সেই গুরু অপরাধ মন থেকে কোন-মতে মুছে ফেলতে পারেন নি। তাই ওঁরা এলেন না।

রমলা। সত্যি। মানুষ যত উদার, যত মহৎই হোক, সেদিন আমরা যে অপরাধ করেছি—তা মন থেকে কেউ ক্ষমা করতে পারে না। আজও যখন ভাবি, অনুতাপে, গ্লানিতে আমার সমস্ত অন্তর ছেয়ে যায়। সে যে কি দুঃসহ যাতনা—

আর্ডে। থাকৃগে ওসব কথা রমলা। অতি বড় অপরাধের পথ দিয়ে আমি পেয়েছি তোমায়। এই পাওয়ার চেয়ে বড় সত্য আমার জীবনে আর কিছু নেই। মন ভারী কোরোনা রমলা, চোখে জল এনো না—ছিঃ রমলা—

(হাত ধরিল

(মধুসূদন ও হেনরিয়েটার প্রবেশ)

মধু। Is, it Romeo making love with fair Juliet ?

আর্ডেন। Mr Dutt !

রমলা। Mrs Dutt !

মধু। Here my boy ! Take these flowers ! এই ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক তোমাদের ভালবাসা, আর তারই সুরভি আনন্দিত করুক তাদের—যারা জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত—Worried ! Looking with longing lingering looks behind

রমলা। Mr Dutt !

মধু। What nonsense ! আনন্দ উৎসবে বেহাগ গাইতে সুরু কল্লুম ? My boy ! Are you happy ? Have you got a good start in life ?

আর্ডেন। হ্যাঁ, আপনার দয়ায়—আপনার প্রদত্ত অর্থসাহায্যে আমি আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

মধু। Is it ! Look here darling !—তোমায় বলিনি—ওদের ঘরে আমরা আলো জ্বালাবো ? আমাদের ঘরও অন্ধকার হল না, সে ঘরের—আলো.. Albert ! Where is my boy ! Albert !

হেন। ওই তো—ওই দিকে গেল !

আর্ডেন। ডেকে আনছি—

মধু। No, let the boy play his childish game and let us enjoy our divine ecstacy ! হেনরিয়েটা, আমরা

এসেছি এ বাড়ীতে আলো জ্বালাতে, আলোর ঝর্ণা নামিয়ে আনো তুমি।

(হেনরিয়েটার গান)

ফুটিল বকুল ফুল কেন লো গোকুলে আজি
কহলো স্বজনি।
আইল কি ঋতুবাজ পরিল কি ফুল সাজ
বিলাসে ধবণী।
তমালের তলে চল শুনি বেণু রব
আসিল বসন্ত যদি আসিবে মাধব।
কুবলয় পবিমল নহে এ স্বজনি চল
শ্যাম চন্দ্র দেহ-গন্ধ মনে অনুমানি
সখি, গোকুল বতন মোব
এসেছে আপনি।

আর্ডেন। Mrs. Dutt! কি সুন্দব বাংলা কীর্ত্তন শিখেছেন!

হেন। বমলাই তো শিখিয়েছে ওই ব্রজাঙ্গনার গান।

রমলা। কিন্তু গুরুকেও ছাড়িয়ে গেছ।

মধু। Splendid! হেনবিয়েটা, you are charming!

(আলিঙ্গন কবিতে গেলেন)

হেন। কি কচ্ছ?

মধু। (চকিতে) Oh, it looks awkward! Pardon me. Ladies and gentleman...I mean gentlemen.

(অভিবাদন করিতেছিলেন—চাপরাসী আসিয়া অভিবাদন করিল—তাহাকেই মাইকেল অভিবাদন করিয়া বসিলেন)

চাপরাসী। সাব, চিট্‌ঠি।

(এই সময়ে নেপথ্যে কতকগুলি পাখী ডাকিয়া উঠিল)

মধু। Wherefrom are you hailing my chirruping bird !

চাপ। সাব, চিট্‌ঠি।

মধু। Oh ! It is the bird of Paradise ! নন্দন কাননের পাখী ডাক্‌ছে ! তোমরা বোসো, আমার একটা engagement আছে, যাবার পথে তোমায় নিয়ে যাব হেনরিয়েটা।

(প্রস্থান)

(অ্যালবার্টের প্রবেশ)

অ্যাল। ম্যামী, ওকি ডাকছে ?

রমলা। আমাদের পাখী—

অ্যাল। আপনাদের পাখী—

আর্ডেন। হ্যাঁ, আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ নানান দেশের নানা পাখী।

অ্যাল। কি হয় অত পাখী দিয়ে ?

আর্ডেন। যাদের পুষবার সখ আছে, তারা আমাদের কাছ থেকে কিনে নেয়। দেখবে পাখী ?

অ্যাল। হুঁ, আমিও নেব পাখী।

(যাইতে যাইতে থামিল)

আর্ডেন। দাঁড়ালে যে। এসো, পাখী নেবে—

অ্যাল। না—

আর্ডেন। কেন?

হেন। যাও না অ্যালবার্ট—

অ্যাল। কিন্তু আমাদের তো টাকা নেই ম্যামী, কিনবো কি করে?

আর্ডে। সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না—অমনি দেব—এসো—

অ্যাল। সত্যি? চলুন তাহলে—শিগগীর চলুন—

(অ্যালবার্টসহ আর্ডেনের প্রস্থান)

হেন। Poor thing! দেখলে রমলা, হাতে আমাদের পাখী কেনবার পয়সা নেই—তাও ওই শিশুটি পর্য্যন্ত এমন ক'রে জেনেছে...

রমলা। ওর দোষ কি? আপনারা মানুষকে দান করবার সময় একটীবারও ভেবে দেখেন না, ঘরে নিজেদের খাদ্যের সংস্থান রইল কি না। তার ওপর আমাদের মত—

হেন। থাক্ ও কথা রমলা,—সারাজীবন দুঃখ সয়েও যিনি সুখ-দুঃখের বিধাতা···তাঁর ওপর বিশ্বাস রেখে এসেছি বোন, কিন্তু আর বুঝি পারছি না···সব বিশ্বাস হারাতে বসেছি এবার!

রমলা। আমায় ..আমায় সব খুলে বলুন আপনাদের কথা—

হেন। কি বলব রমলা! শর্ম্মিষ্ঠার বিয়ের পর শর্ম্মিষ্ঠা আব ফ্রয়েড ...মিল্‌টনের ভার নিয়ে তাকে কাছে রেখেছে—কোলের ছেলে অ্যালবার্ট বয়েছে শুধু এখানে। কিন্তু ঐ একটীকে নিয়েও কি কম দুঃখ। তবু তবু তো কারুকে সে দুঃখ এতদিন বুঝতে দেইনি। ঐ অ্যালবার্টকে ছেঁডা জামা পবিয়েছি, কত দিন উপবাসে বেখেছি। ছেলের গায়ে ছেঁডা জামা দেখলে, ছেলেব শুকনো মুখ চোখে পডলে পাছে উনি কষ্ট পান, তাই অ্যালবার্টকে কত সময় ওঁব সামনে থেকে লুকিয়ে বেখেছি। উপবাসী অ্যালবার্টকে বুকে জডিয়ে রাত ভোব একা কেঁদেছি কিন্তু ওঁব শোবাব ঘর আমি সাজিয়ে বেখেছি—ফুল দিয়ে, প্যাবিসিয়ান সেণ্ট দিয়ে · স্বপ্ন-বিলাসীব সমস্ত উপকরণ দিয়ে! কিন্তু...আজ?

রমলা। মিসেস Dutt

হেন। আব পাবছি না বমলা! নিষ্ঠুব আঘাতে কবিব স্বপ্ন-স্বর্গ চুবমার হয়ে যাচ্ছে। ওকে কেমন কবে বাঁচাব ভাই? ব'লে দাও, আমি কি ক'বতে পারি...ওকে বাঁচিয়ে বাখতে?

(আর্ডেন ও আলবার্টের প্রবেশ)

অ্যাল। ম্যামী, ম্যামী! একি, তুমি কাঁদছ ম্যামী?

হেন। না আলবার্ট, কাঁদব কেন?

অ্যাল। তোমার চোখে জল।

হেন। দূর বোকা ছেলে! জল কোথা। পাখী দেখলে?

অ্যাল। কি সুন্দর...তোমায় কি বলব ম্যামী! উনি আমায় দেবেন ব'লেছেন। এসো না, কি কি পাখী নেব তুমি আমায় বেছে দেবে।

হেন। চল। আমি আস্‌ছি ভাই—

(হেনরিয়েটা ও অ্যালবার্টের প্রস্থান)

আর্ডেন। কি হয়েছিল রমলা? একি। তোমারও চোখে জল! রমলা—রমলা—

(হাত ধরিল)

রমলা। বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি আজ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এমন কি কেউ নেই—তাঁর জীবনের ভার গ্রহণ ক'রতে পারে—তাঁকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে?

আর্ডেন। রমলা। পারে হয়ত অনেকেই Michael Dutt-এর বন্ধুর অভাব নেই। কিন্তু রমলা, আমরা যে জাতিচ্যুত।

(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাবলিশারেব বাড়ী

(তিন জন পণ্ডিত ও পাবলিশার)

১ম পণ্ডিত। এঁ্যা! মাত্র ৫৲ টাকা দিচ্ছেন ? আমার এমন গবেষণামূলক নিবন্ধ "আদর্শ হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষণ কবিতা বস্থ কল্পদ্রুম"—তার তার এই সামান্য মূল্য ধার্য্য করেছেন।

প্রকাশক। ঐ নিন মশাই।

১ম প। ঐ নেব! দিন আব কিছু দিন।

প্রকাশক। আচ্ছা সে এখানে নয় দোকানে যাবেন, দিয়ে দেব 'খন ২৲ টাকা—

১ম প। ২৲ টাকা! শুনলে তর্কবাগীশ! কালে কালে এ কি হ'ল বল ত ভায়া। আমাদেব উপযুক্ত মূল্য দিতে কার্পণ্য ...আব এদিকে আজকাল রামা-শ্যামার লিখিত পুস্তক টাকা খবচা কবে মুদ্রিত কবাচ্ছেন।

প্রকাশক। বামাশ্যামার বই কেন ছাপাব ? টাকা আমাব কি অতই সস্তা...

২য় প। তা নয় তো কি বলব ভায়া ? নইলে ওই যে একটু আগে বললেন মধুসূদন দত্তেব কাছ থেকে লোক আসবার কথা আছে! মধুসূদন দত্ত ··সে হ'ল আবাব একটা লেখক ?

প্রকাশক। আপনারা মধুসূদন দত্তকে তাচ্ছিল্য করলে তো হবে না... দেশের বড় বড় রাজা-রাজড়া তাকে মেনে নিয়েছে। জানেন·· বেলগাছিয়া নাট্যসমাজে ওঁর লেখা নাটক অভিনয় হবে।

১ম প। মধুসূদন দত্তের লেখা নাটক· তা হবে অভিনয়। দুঃশ্রবত্ব, চ্যুতসংস্কারত্ব, নিহতার্থত্ব, অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ প্রভৃতি অলঙ্কারের সকল দোষে দুষ্ট যার রচনা...

৩য় প। এবং বিজাতীয় রসোন পলাণ্ড গন্ধে বমনোদ্রেককারী সেই ধর্মত্যাগী কুষ্মাণ্ড...

(গৌরদাস বসাকের প্রবেশ)

গৌর। নমস্কার।

প্রকাশক। আপনি ··

গৌর। আমি এলুম মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছ থেকে।

প্রকাশক। ওঃ—

গৌর। সেই অপ্রকাশিত রচনাগুলি কিনে নেবেন ভরসা দিয়েছিলেন আপনি ..

প্রকাশক। ভরসা তো দিয়েছিলুম, কিন্তু কথা হচ্ছে...লেখা বাজারে চলা নিয়ে। তাই ভাবছি...

গৌর। ভাবছেন।

প্রকাশক। দেখুন...একবার কথা যখন দিয়ে ফেলেছি ··কথার নড়চড় করব না...সমস্ত অপ্রকাশিত রচনার জন্যে আমি ১০০৲ টাকা দিতে পারি···

গৌর। মাত্র একশ টাকা!

১ম প। যথেষ্ট—যথেষ্ট। প্রকাশক মশাই ও টাকাটা দিচ্ছেন দুঃস্থকে সাহায্য করতে।

২য় প। তাও করা উচিত নয়। ধর্ম্মনিষ্ঠ বাঙালী সেই অহিন্দুকে সাহায্য করলে ধর্ম্মের কাছে পতিত হবে।

১ম প। ম্লেচ্ছ, অনাচারী, পাষণ্ড ··

৩য় প। সর্ব্বোপরি মদ্যপায়ী এবং কুক্কুট মাংসভোজী।

২য় প। ফেরঙ্গ রমনীর সহবাসে সতত নিরয়গামী—

গৌর। আপনাদের কাছে আমার কাতর মিনতি, বাইরের আচরণ দেখে আপনারা তার ওপর অবিচার করবেন না। পারিবারিক জীবনের দিক থেকে আপনাদের বিচারে মধু যতই নিন্দনীয় হোক তবু এ কথা তো আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না যে এত বড় কবি-প্রতিভা বাংলা দেশে আসেনি।

১ম প। কিসের প্রতিভা হে? বলি হ্যাঁ হে ছোঁড়া, কবি প্রতিভা কাকে বলব? কতকগুলি পাশ্চাত্য কবির অন্ধ অনুকরণ ক'রে বঙ্গভারতীর মন্দিরকে যে অশুচি করবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাকে কবি বলব!

গৌর। কবি প্রতিভার কোন জাতিবিচার নেই; তা ফুলের মত পবিত্র। সব দেশের সব ফুলেই মায়ের পূজো চলে।

২য় প। কথা শুনছেন সার্ব্বভৌম মশাই?

গৌর। আপনারা এই কথাটী ভুলবেন না—মধু আচার ব্যবহারে ইংরেজ, বিলাসিতায় ফরাসী, অধ্যয়নশীলতায় দুরন্ত জার্ম্মান—কিন্তু কোমলতায়, স্নেহপ্রবণতায় মনে প্রাণে সে

চিরদিনই খাঁটি বাঙালি।...আজ প্রেসেব দেনা মেটাতে সে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে খবর পাঠিয়েছি...বড় আশা নিয়ে আস্‌ছে আপনাদের এখানে, তাকে নিরাশ ক'রবেন না। (প্রকাশককে) আপনার প্রাণে কি এতটুকু মমতা নেই।

১ম প। মমতার কথা যদি তোলো বাবাজি, তাব অপ্রকাশিত কবিতার ন্যায্যমূল্য তো প্রকাশক মশাই ধরে দিয়েছেন।

গৌর। ওকে বলছেন আপনারা ন্যায্যমূল্য!...মেঘনাদবধের কবি...বাংলার পণ্ডিত সমাজের কাছে এই মূল্য পাবে...

২য় প। যথেষ্ট হ'য়েছে বাবাজি, যথেষ্ট। মেঘনাদবধের কথা তুললে.. ও মূল্যও দেওয়া উচিত নয়।

গৌর। কেন?

২য় প। মেঘনাদবধ আবার কাব্য নাকি। ভগবান শ্রীরাম-চরিত্রকে হীন ক'রে...অনার্য্য রাক্ষস প্রীতি·

৩য় প। পাষণ্ডটা নিজেই একটা রাক্ষস—বুঝেছ...ঐই মধুসূদন স্বয়ং দশানন ..

(মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু। Yes! Gentlemen, you are right. মিল্টন নিজে তাঁর স্যামসন, মহাকবি গেটে নিজে তাঁর ওয়ার্টার, ডিকেন্স নিজে তাঁর কপারফিল্ড, বায়রণ নিজে তাঁর হ্যারোল্ড—and your Madhusudhan is himself

that Great Ravana of Meghnad Badh. কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী-লঙ্কাপতি রাবণের মত আমার সব আছে ...কিন্তু সবই হারাতে বসেছি! কেন জানেন?

"বিধি প্রসারিছে বাহু বিনাশিতে লঙ্কা মম
কহিনু তোমারে।"

একি, সবাই এমন চুপচাপ কেন! একা আমিই ব'কে মরছি! (গৌরদাসকে একধারে টানিয়া লইয়া চাপা গলায় কহিলেন) গৌরদাস, কি খবর? ওঁরা আমার অপ্রকাশিত রচনার কি দাম দিতে চান? অন্ততঃ হাজার পাঁচেক নিশ্চয়, কি বল?

গৌর। না—

মধু। না! কত দিতে চায়?

গৌর। দেখনা—

প্রকাশক। এই নিন ..আসুন দত্তসাহেব, সই করুন...

(একখানি একশ টাকার নোট মধু-সূদনের হাতে দিতে গেলেন)

মধু। What! আমার দাম মাত্র একশত টাকা—Nonsense! মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভার দাম যারা একশত টাকা ধার্য্য করে—তাদের বইয়ের ব্যবসা না ক'রে মুদীখানা খুলে—চাল, ডাল বিক্রি করা উচিৎ।

(নোট ছুঁড়িয়া ফেলিলেন)

১ম প। আমরা যাই প্রকাশক মশাই—

প্রকাশক। বসুন না...ভয় কিসের

২য় প। ভয় আবার কি! মদ্যপায়ী ফিরঙ্গ সহবাস আমাদের সহ্য হচ্ছে না—

পণ্ডিতদ্বয়। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

(পণ্ডিতদের প্রস্থান)

মধু। এদের বুঝি ডেকে এনেছিলেন আমার প্রতিভার বিচার কর্ত্তে? ...জানেন, বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রতিভা যাঁরা·· তাঁরা আমাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

প্রকাশক। কি করব বলুন? পণ্ডিত বিদ্যাসাগর, রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি দু'চার জনা বিদ্যোৎসাহী লোক যেমন আপনার রচনার তারিফ করেন—তেমনি বাংলা দেশে আপনার বিরুদ্ধ দলেরও অভাব নেই।

মধু। তারা কারা?

প্রকাশক। কেন? হরকরা কাগজ, আপনার Captive Ladyকে বলেছে amateur কবিতা। একজন মহামহোপাধ্যায় আপনার শর্ম্মিষ্ঠা পড়ে বলেছেন "এটা নাটকই হয়নি"— আপনার অমিত্রাক্ষর প্রবর্ত্তনে কতজনা বলেছে— "Worthless issue of drunkenness and stupidity"—

মধু। Drunkenness and stupidity!

প্রকাশক। আমি পণ্ডিতদের মতামত নিয়েছি—ওঁরা বলেন, আপনার বই বাজারে নেবে না—কারণ বাংলাদেশের অন্তর

আপনি কখন স্পর্শ করতে পাববেন না। বাঙ্গালীর অন্তঃপুবে আপনি অভিশপ্ত—জাতিচ্যুত—অস্পৃশ্য ! রাত্রিব হ'ল এখন উঠি, যদি কিছু বক্তব্য থাকে দোকানে গিয়ে দেখা কববেন। কিছু মনে করবেন না, তাহলে আসি…মশাই—নমস্কাব।

(প্রস্থান)

মধু। I see—I see! Gourdass, perhaps they are right! বাংলা দেশ আমায় গ্রহণ কর্ব্বে না। তা হ'লে এক কাজ কব গৌব, কেমব্রীজ যুনিভার্সিটীর যে প্রফেসারটী আমার লাইব্রেবী দেখে ত্রিশ হাজাব টাকা দাম দিতে চেয়েছিলেন—তাঁকে খবব দাও—

গৌব। তুমি লাইব্রেবী বিক্রী করবে !

মধু। That's my last recourse, my friend! বাঙ্গালী-সমাজ আমায় না গ্রহণ করুক—বাঙ্গালীব কাছে যত ঋণ কবেছি—সে ঋণ তো আমায় শুধতে হবে!…আমি লাইব্রেবী বিক্রী করব—আমার সমস্ত manuscript, rare collections বিদেশীব হাতে তুলে দেব।

(রক্তবমন)

গৌর। মধু মধু—একি…রক্তবমন !

মধু। ভয় পেয়োনা গৌরদাস! নিজের হাতে লাইব্রেরী শূন্য ক'রে দিয়ে আমি বাঁচব—বাঁচতে পারব—

(দৃশ্য ঘুবিয়া গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

মাইকেলের গৃহের বসিবার ঘর

(পাওনাদারগণ)

১ম পা। খানসামা। খানসামা! বাবুর্চ্চি, বাবুর্চ্চি, কুঠীতে কে আছে?

২য় পা। কেউ নেই ভায়া, মাইনে না পেলে কাঁহাতক লোকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারে? দত্তসায়েবের খানসামা, বাবুর্চ্চি সব ভেগেছে। এস, আমরা চেপে বসি ..

১ম পা। ভাগলে তো চলবে না! বাবুর্চ্চি শালা ব'লেছিল, সায়েব আজ আমার ঘি ময়দার বিল শুধবেই। কম নয় তো হে, আজ এক বছর ঘুরে চলল—হাতটি উবুড় করবার নাম নেই. .অথচ ৪৯৩৸৶৬ পাই বাকী।

২য় পা। পাঁচশ, সাতশ ছেড়ে দাও দাদা, আমার চায়ের ১১৷৶৩ পাই আজ এগারো মাসের ওপর পাওনা। তাই যখন দিচ্ছেনা, তখন ও মোটা টাকা আর মিলছে না।

১ম পা। আলবৎ মিলবে। দামোদর সার নাতি নন্দদুলাল সা... একটা পাই পয়সাও ছাড়বে না চাঁদ। কোর্টে নালিশ দেব, সব প্রপার্টি এ্যাটাচ ক'র্‌ব...

২য় পা। হুঁ...প্রপার্টি নেবে। প্রপার্টির মধ্যে সায়েব নিজে, বিবি, আর দুটো আণ্ডা বাচ্ছা।

১ম পা। কেন আর সব ?

২য় পা। মহাদেব চক্রবর্ত্তীর মামলায় সব খুইয়েছে।

১ম পা। অ্যাঁ, বল কি। তবে আমার উপায় ? ওই যে... সায়েবের ছেলেটা নয় ? হ্যাঁ, ঐ তো সিঁড়ি দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ! এই খোকা, শোনো শোনো ··

(অ্যালবার্টের প্রবেশ)

অ্যাল। আমায় ডাকলেন ?

১ম পা। তোমার বাবা কোথায় হে ?

অ্যাল। বাবার বড্ড অসুখ, তিনি শুয়ে আছেন।

১ম পা। হুঁ, টাকা দেবার বেলায় অসুখ হ'যে শুয়ে আছেন। জিনিষ ধার নেবার সময় তো দিব্যি এগিয়ে এসে হাত পাততে পারেন! ওসব চালাকী খাটবেনা—ডাক তোমার বাবাকে।

অ্যাল। সত্যি বল্‌ছি তাঁর ভয়ানক ·অসুখ। আপনারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন...তিনি যেন শিগগির ভাল হ'য়ে ওঠেন।

১ম পা। তিনি ভাল হোন...পটল তুলুন· ·কিছুতেই আমাদের কিছু এসে যায় না। মোদ্দা, মাতালটা গোল্লায় যাবার আগে আমাদের টাকাটা পেলেই হয়।

অ্যাল ! আপনারা চ'লে যান· ·চ'লে যান্ এখান থেকে।

১ম পা। টাকা না পেয়ে এক পা নড়ছিনা···ডাকো তোমার বাবাকে।

২য় পা। লুকিয়ে থাকলে চলবে না .ধারে জিনিষ নিয়ে শুধবার নাম নেই...লজ্জা করেনা ?

১ম পা। এদিকে আবার কেতা দুরস্ত সায়েব।

৩য় পা। সায়েব। গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনে অপমান ক'র্‌ব!

২য় পা। ডাকো সবাই চেঁচিয়ে, দত্তসাহেব. .দত্তসাহেব...

(সকলে ডাকিতে লাগিল। অ্যালবার্ট কাঁদিয়া ফেলিল। কোলাহল শুনিয়া মাইকেলের প্রবেশ—দৃষ্টি তাঁর উদ্ভ্রান্ত)

মধু। Gentlemen...আপনারা কি চান ?

১ম পা। কি চাই...চিন্‌তে পারো না—সাহেব ? টাকা চাই · টাকা ··

মধু। টাকা···

২য় পা। সম্বচ্ছর ধারে খেয়েছো একটা কানাকড়ি দাওনি .কি চাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে চক্ষুলজ্জাও হয় না। শিগ্‌গির ফেল আমাদের টাকা ..

মধু। আর একদিন আসবেন—

১ম পা। সেটি হচ্ছেনা···এক্ষুনি চাই· নইলে অপমান হবে বলে দিচ্ছি. ভয়ানক অপমান হবে

মধু। কিন্তু আজ তো টাকা নেই...

২য় পা। নেই !

মধু। কোথায় পাবো ?

১ম পা। কিন্তু সাহেবী-আনা ক'রতে তো ঢের টাকা জোটে ?

সাহেবী খানা, বাবুর্চ্চি, চাপরাসী...সব দিকে কেতা দুরস্ত—যেন লাটসাহেব আর কি।

২য় পা। অত লাটসাহেবী ক'র্‌লে আমাদের টাকা দেবে কি ক'রে?

মধু। কি ক'রে টাকা দেব আমিও জানিনা। কিন্তু বিশ্বাস করুন—দিতে পার্‌লে আপনাদের আমি শুধু-হাতে ফেরাতুম না! যা পান আমার কাছে..নিয়ে নিন্ আপনারা—সব নিয়ে আমায় অব্যাহতি দিন্ অব্যাহতি দিন...

পাওনাদারগণ। হ্যাঁ, সেই ভাল...সেই ভাল...

(মাইকেল যন্ত্রচালিতের মত হাত তুলিয়া দাঁড়াইলেন...পাওনাদারগণ ছোঁ মারিয়া কেহ বুতাম, কেহ টাইপিন... যে যাহা পাবিল...ছিনাইয়া লইল। জামা ছিঁড়িয়া গেল)

(হেনরিয়েটার প্রবেশ)

হেন। একি! একি ক'রছেন আপনারা! আমার স্বামীর গা থেকে...

১ম। এই যে, মেমসায়েবটীও এসেছেন!...খৃষ্টান হ'য়ে ওই মেম্ বিয়ে ক'র্‌লে! ওর জন্যে তুমি তোমার নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আন্‌লে..

হেন। আমার জন্যে!

১ম। ম'লেও কেউ ছুঁতে আসবে না...মেথর মুদ্দা ফরাসে তোমার লাস বইবে।...

(পাওনাদারগণের প্রস্থান)

হেন। ওগো, একি হ'ল! শুধু আমার জন্যে তোমার এই দুর্দ্দশা! দেশের লোক তোমার ছায়া স্পর্শ ক'রবেনা—

মধু। দেশের লোক আমার ছায়া স্পর্শ করবে না! কেন? সত্যিই যদি আমি কোনো অপরাধ ক'রে থাকি Still gentlemen, I am a wretched son of mother Bengal! তোমরা আমার ভাই, তোমরা আমার বন্ধু,— আমি স্ত্রী পুত্র নিয়ে অনাহারে মরবো...এই কি তোমরা চাও? তোমাদের মধু, তোমাদের কাছে ভিক্ষে চাইছে ..তার জন্যে তোমরা দু' ফোঁটা চোখের জল ফেল তাকে ভিক্ষে দাও .Help me! Friends, Brethren, Countrymen! Help...Help...

(এক দিকে হেনরিয়েটা আর এক দিকে বালক অ্যালবার্ট......ক্রন্দমান স্ত্রী পুত্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া—অসহায় বুভুক্ষের মত মাইকেল যেন দর্শক মণ্ডলীর কাছে হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাইতে লাগিলেন)

(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

মাইকেলেব লাইব্রেরী ঘর

(গৌরদাস ও মনোমোহন)

গৌর। পাওনাদাব সব কেড়ে নিচ্ছে। কিন্তু যে ক'রে হোক এই লাইব্রেবীটিকে আমাদের রক্ষা কবতে হবে…

মনো। দেনা তো কম নয়!

গৌব। কিন্তু তবু উপায় নেই। দেনার দায়ে অতিষ্ঠ হ'য়ে সেদিন লাইব্রেবী বিক্রী ক'র্‌তে চেয়েছিল ..এমনি আশ্চর্য্য, নিজেব মুখেও সে অমঙ্গল কথা মধু সইতে পার্লে না—সঙ্গে সঙ্গে হ'ল রক্তবমন! লাইব্রেবী হাবালে ও কিছুতে বাঁচবে না।

মনো। যিনি ছিলেন পাথবেব মত শক্ত...তিনি আজ আঘাত পেয়ে জীর্ণ হ'য়ে পড়েছেন। নইলে ওঁব প্রবর্ত্তিত অমিত্র-ছন্দে যখন তিলোত্তমা-সম্ভব প্রকাশিত হ'ল...কত লোক ব্যঙ্গ কবিতা বচনা ক'রে ওঁকে বিদ্রূপ ক'র্‌তে লাগলো। উত্তরে আমায় হেসে বল্‌লেন—মনোমোহন, করুক্ না ওরা বিদ্রূপ। রণজিৎসিং বল্‌তেন "সব লাল হো যায়গা" ...এবং কবি মাইকেল বলছেন "সব অমিত্রছন্দ হো যায়গা"—তুমি দেখে নিও।

গৌর। হয়তো সত্যিই সে একদিন হবে। কিন্তু যে একনিষ্ঠ-পূজারী বঙ্গ ভারতীর বীণাতন্ত্রীতে এই নূতন ঝঙ্কার জাগালো তাকে সইতে হ'ল দারিদ্রের নিষ্পেষণ... স্বজাতির অজস্র নিন্দাবাদ !

মনো। যাক্ সে কথা ! দুঃখ ক'রে লাভ নেই। এখন ওঁকে কি ক'রে বাঁচিয়ে রাখা যায়—সেই কথা বলুন !

গৌর। দেখ, আমি রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি যাঁরা মধুর গুণগ্রাহী... তাঁদের কাছে মধুর বর্ত্তমান অবস্থা বিশদরূপে জানিয়ে চিঠি দেব ভাবছি।...ওঁরা সবাই যদি সাহায্য ক'রতে এগিয়ে আসেন।

মনো। কিন্তু তার আগে ওঁর বর্ত্তমান দেনার পরিমাণ কি, সব ভাল ক'রে জানা দরকার—

গৌর। সে তো বটেই ! খবর দিয়ে অ্যালবার্টকে পাঠালুম—কিন্তু এখনো তো -এই যে অ্যালবার্ট। তোমার বাবা কি ক'রছেন ?

(অ্যালবার্টের প্রবেশ)

অ্যাল। ওই ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে আছেন। ডাকলুম—সাড়া দিচ্ছেন না .

মনো। সাড়া দিচ্ছেন না ! তোমার মা কোথায় ?

অ্যাল। মায়ের বড্ড জ্বর।

গৌর। জ্বর হয়েছে।

অ্যাল। হ্যাঁ, Dady নিজের মনে কি সব বকে যাচ্ছেন···মাকেও ডাকতে পারলুম না। ভয় পেয়ে আমি পালিয়ে এলুম।

গৌর। তুমি তোমার মায়ের কাছে বোসো গে অ্যালবার্ট...আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি·· এস মনোমোহন...

(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মাইকেলের বসিবার ঘর।

[রুদ্ধগৃহে মাইকেল একটা কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন। টেবিলের উপর মদের বোতল ও গ্লাস]

মধু। "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে।
জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে?"

নেপথ্যে গৌর। মধু! মধু!

মধু। "দিন দিন আয়ুহীন, হীন বল দিন দিন
তবু এ আশার নেশা ছুটিলনা একি দায়।"

গৌর। মধু! মধু!

মধু। কে?

গৌর। আমি গৌর—সঙ্গে মনোমোহন—শিগ্‌গির দরজা খোল।

মধু। "রে প্রমত্ত মন মম, কবে পোহাইবে রাতি,
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম ভাতি
কত দিন রবে?"

[পুনঃ পুনঃ করাঘাত। মাইকেল দরজা খুলিলেন]

(গৌরদাস ও মনোমোহনের প্রবেশ)

গৌর। এ কি, এই দুপুরে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ ক'রে—একি মধু, তুমি সুরা পান কচ্ছ ?

মধু। Is it a new discovery my old friend ? জানো না, মধু সর্ব্বদাই মধু-পিয়াসী। Well Gour, নূতন নাটক লিখছি—'মায়া কানন' বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্যে। নাটকটা একবার পড়ে দেখতো। Drama finish করতে চাই ..অজয় ইন্দুমতিকে দিয়ে আত্মহত্যা করিয়ে। কেমন হবে ?

গৌর। আত্মহত্যা। Tragedy ?

মধু। অন্য conclusion খুঁজে পাচ্ছি না। মাইকেলের শেষ জীবনের নায়ক নায়িকা কিনা, They are destined to commit suicide.

[উপর্য্যুপরি দুই তিন পাত্র পান করিলেন]

গৌর। আবার খাচ্ছ ?

মধু। আঃ দাও না—

মনো। এ যে একেবারে জলহীন সুরা ! এ আপনি কি ক'রছেন ! এর পরিণাম ভেবে দেখেছেন ?

মধু। মনোমোহন, তোমরা কি চাও যে আমি ঐ 'মায়াকাননের' অজয় ইন্দুমতির মত নিজের গলায় নিজের হাতে ছুরি বসিয়ে দিই ?

মনো। না-না···সে কি কথা ?

মধু। এই দুপুর রোদে এমন ভাবে বোতলের পর বোতল ধরে জলহীন মদ্যপানের পরিণাম যে কি, সে আমি ভাল করেই জানি মনোমোহন। কিন্তু আমার যে আর দ্বিতীয় উপায় নেই বন্ধু। স্ত্রী রোগ-শয্যায়, ছেলে উপবাসী, আকণ্ঠ দেনায় ডুবে গেছি, পাওনাদার বাড়ী ব'য়ে এসে অপমান কচ্ছে। আমি কি করি ? What am I to do ? না—না—পাত্রটা নিও না গৌর। আমায় খেতে দাও...আমায় খেতে দাও...

গৌর। না মধু, আমরা যখন এসে পড়েছি তখন তোমায় আর এমন ক'রে আত্মঘাতী হ'তে দেব না।

মধু। দেবে না গৌরদাস ?

গৌর। কি দেখছ অমন ক'রে একদৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে ?

মধু। 'Tis sweet to gaze upon those eyes,
Where love has treasured all his rays
of softest beam !

কিন্তু হায়, শুধু ভালবেসে যদি মানুষ বাঁচতে পারতো তা হ'লে তোমাদের মধু হ'ত অমর! But alas ! They have strangled me to death. আত্মহত্যা ক'রে আমায় বাঁচতে হ'চ্ছে ! I cannot rot in poverty !

গৌর। টাকা তো তুমি কম রোজগার করনি ! মাসে দু'হাজার টাকা · তবু...

মধু। Ah! My boy...my boy...মাসে দু' হাজার টাকা।

"ভূতলে অতুল সভা স্ফটিকে গঠিত
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস সরসে
সরস কমল কুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণ ছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা ধরেন আদরে
ধরারে......।

মেঘনাদ কাব্যে লঙ্কাপুরীকে যে কল্পনার নয়নে এই ঐশ্বর্য্য দিয়ে সাজিয়েছে—He cannot rot with Rs. 2000/- a month মেঘনাদবধের জন্মদাতা যে, তাকে বাঁচতে হ'লে চাই at least Rs. 40000/- a year...or...or I die in misery, in mental agony!

[পুনঃ রক্ত বমন]

(হেনরিয়েটার প্রবেশ)

হেন। কি হ'ল...কি হ'ল?

গৌর। মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে—মনোমোহন, ডাক্তার...

মনো। যাচ্ছি··

[প্রস্থান]

গৌর। আপনি জ্বর নিয়ে উঠে এলেন কেন? যান...

হেন। একি! মুখে রক্ত! দেখুন, আজকাল প্রায়ই এই রকম রক্তবমন করেন। আমার বড় ভয় করে গৌরবাবু···

গৌর। কিছু ভাব্‌বেন না। আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য...ওকে এখন সব বকম উত্তেজনার হাত হ'তে রক্ষা করা। একটু সুস্থ হ'য়ে উঠুক, তার পর কিছুদিন কল্‌কাতার বাইরে গেলে মন্দ হবে না।

হেন। কল্‌কাতার বাইরে

গৌব। উত্তর পাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখুজ্যে মশাই আমাকে লিখেছেন ··মধুকে তাঁর কাছে পাঠাতে। গেলে অন্ততঃ পাওনাদারের অত্যাচাব হ'তে বেহাই পাবে।

হেন। যা ভাল বোঝেন করুন। আমার ভাব্‌বার ক্ষমতা নেই গৌরবাবু! আমাব মাথাব ভেতর ঝিম্ ঝিম্ ক'বছে ..

গৌর। আপনি যান ··আর এখানে নয়...শুয়ে পড়ুন গে—

মধু। হেন্‌রিয়েটা ..

হেন। কেমন আছ?

মধু। আঃ ..আমি তোমায় সুখী ক'বতে পাবলুম না! এ জীবনে কী বেখে গেলুম তোমাদেব জন্যে...poverty .. misery...boundless suffering!

[হাত বাড়াইয়া মদের গ্লাস ধরিতে গেলেন]

হেন। না, এ ভাবে তুমি আত্মহত্যা কবতে পারবে না!

গৌর। মধু, তুমি আমাদের মুখের পানে তাকাও। তোমাব অভাবে তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী.. তোমার নাবালক সন্তানের কি দুর্দ্দশা হবে, একবার ভেবে দেখ ভাই।

মধু। স্ত্রী পুত্রের দুর্দ্দশা। যেদিন জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী ত্যাগ ক'রে এলাম, পিতামাতার বুকে বজ্রতুল্য আঘাত দিয়ে "ওল্ড মিশন চার্চ্চে" এসে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হ'লাম—তারপর হ'তে কত রাত্রি স্বপ্নে দেখেছি গৌর, অভাগিনী মা জাহ্নবী আমার সম্মুখে পঞ্চব্যাঞ্জন অন্ন সাজিয়ে উপবাসী ব'সে আছেন · দুই চোখ দিয়ে দরধারে অশ্রুজল ঝ'রে পড়ছে...মায়ের বুকে যে এমন আঘাত দিল...সে যে তার পত্নী পুত্রকে কাঁদাবে...রাজরাণী মাকে যে উপবাসী রাখল —সে যে তার পত্নী-পুত্রকে উপবাসী রাখ্‌বে.. এতো স্বাভাবিক—এতো স্বাভাবিক।

হেন। তুমি চুপ্‌ কর...তুমি চুপ্‌ কর...

মধু। চুপ্‌ করবো একবারে। যাও ..তোমার জ্বর ..Sleep, sleep, sleep my darling !

(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

মাইকেলের লাইব্রেরী ঘর

কোর্টের চাপরাসী বসিয়াছিল।

(নেপথ্যে মাণিক) সায়েব কুঠিতে আছেন ?

কোর্টের চাপরাসী। আঃ—এদিকে আসবেন না...সাহেব কুঠিতে নেই—

(মানিক পাট্টাদারের জোর করিয়া প্রবেশ)

মাণিক পাট্টা। আছে, আছে,—ও দাতের ডাক্তারেরে আমি চিনি। ও বাড়ীতে থাকৃতিও নাই কইয়্যা পাঠায়। আমারে যাতি দাও—দাতের ডাক্তারের কাছে যাতি দাও ..

[সামনে অগ্রসর হইল]

ডাক্তার সায়েব...ও ডাক্তার সায়েব ! রাও করে না কেন ?

চাপরা। আঃ.. বেরিয়ে যান মশাই—বেরিয়ে যান—

[নন্দদুলাল নামক পূর্ব্বোক্ত সেই ১ম পাওনাদার ও বেলিফের প্রবেশ]

নন্দ। আপনি কে ?

মাণিক। আমি শ্রীমান মাণিক পাট্টাদার। ট্যাহা প্রতি চাইর আনা সুদে দত্ত সায়েবেরে দিয়া হ্যাণ্ডনোট লেখাইয়া ৪০০৲ নগদ দিছিলাম—চক্রোর বৃদ্ধিহারে এহোন অবস্থা দাড়াইছে এই যে, আসুল হইল ৪০০৲ শত, সুদ ১৬০০৲ শত· একুনে ২০০০৲ আমার পাওনা ! তাই সায়েবের কাছে—

নন্দ। সায়েব এখানে নেই। অসুখ হ'য়ে মেমকে নিয়ে উত্তর পাড়ায় গেছেন। সেখানে যাও।

মাণিক। উত্তরপাড়ায় না একেবারে পগাড পার হইছেন? কিন্তু আমার এই হ্যাণ্ডনোট

নন্দ। হ্যাণ্ডনোট ধুয়ে জল খান'গে—টাকা আর আদায় হচ্ছেনা—

মাণিক। কি। টাকা আদায় হবি না। দামড়া বাছুরের লাহান জোয়ান মর্দ্দ ছাওয়াল চইক্ষের সামনে দাপাইয়া মরছে—সে পুত্তর শোকও সহ্য কইর্যা আছি। কিন্তু এটটী ট্যাহা মারা গেলি, সে আমি সহ্য করতি পারবো না। মালপত্তর কোরক দেব—ঐ ক্যাতার—ঐ ক্যাতার—

বেলিফ। দাঁড়ান মশাই। এই যে কোর্টের অর্ডার দেখুন—এর সব ইনি অ্যাটাচ করেছেন আজ আমরা মাল নিয়ে যাচ্ছি।

নন্দ। এই মুটে—মুটে—ওপরে আয়—

মাণিক। হায় হায়—আমার চক্কোর বৃদ্ধির ছুই হাজার—তার কি হবে। ও দাতের ডাক্তার! নিজে রোগে ভুইগ্যা মরতি রইছ ..আমারেও মাইরা গ্যালা…

(এই সময় বেলিফের লোকেরা বই নামাইতে লাগিল)

ওই যে, খাবলা খাবলা ক্যাতার নামায়…না, আমার বুকের মাংস ছিড়্যা নেয়! আমি কি করি…কি করি ..কি করি…আমি ওই পুতলা গুলান—ওই পুতলা গুলান—

(মিল্টন, সেক্সপীয়ারের মর্ম্মর মূর্ত্তি ধরিতে গেল)

বেলিফ। খবর্দ্দার, এ ঘরের কুটো গাছ ধবতে যাবে তো এখুনি বার ক'রে দেব—

মাণিক। হায় ভগবান, অনাথের প্রাণ—শক্তিশ্যাল মারলা আমারে! হায় ভগবান—

(বুক চাপড়াইতে লাগিল)

(আর্ডেন ও রমলার প্রবেশ)

আর্ডেন। যা শুনেছি তাই! আপনারা দাঁড়ান একটু—

বেলিফ। আপনি?

আর্ডেন। আমি দত্ত সাহেবের পরিচিত লোক। জানতে পারি ··কত টাকার জন্য লাইব্রেরী অ্যাটাচ করা হ'য়েছে?

বেলিফ। এক হাজার পাঁচশত তের টাকা—ছ আনা তিন পাই। এই দেখুন ..কোর্টের অর্ডার।

(অর্ডার দেখাইল)

আর্ডেন। না—না—না—এ হতে পারে না—by no means! আপনারা দয়া করে এক কাজ করুন

বেলিফ। বলুন

আর্ডেন। আমার সঙ্গে আসুন আমি আধ ঘণ্টার ভেতর আপনাদের পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি।

বেলিফ। আপনি—

আর্ডেন। আপনাদের গাড়ী ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাবো—লাইব্রেরীটী দয়া ক'রে ছেড়ে দিতে হবে।

বেলিফ। বেশ, পাওনা টাকা পেলে লাইব্রেরী দিয়ে আমরা কি করব ? চলুন, কোথায় যেতে হবে—

আর্ডেন। এগিয়ে যান—

(বেলিফ ও নন্দদুলালের প্রস্থান)

রমলা। দাঁড়ালে যে—

আর্ডেন। ভাবছি—ব্যাঙ্কে যদি অত টাকা—না থাকে আমাদের !

রমলা। ভাবনা কি। টাকায় না কুলোয়—আমার গায়ে এই গয়না আছে।

আর্ডেন। রমলা...

রমলা। মহাকবি মাইকেলের বুকের রক্তে গড়া এই লাইব্রেরী। এই সেক্সপীয়ার, মিল্টন—এর সামনে দাঁড়িয়ে কত রাত্রি তিনি অপলক চেয়ে চেয়ে সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন ! লাইব্রেরী আমরা কিছুতে পাওনাদারের কবলে যেতে দিতে পারি না—

আর্ডেন। এসো তবে—

(তাহারা চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় মাণিক সামনে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল)

মাণিক। সতীলক্ষ্মী মা আমার, এ অধম সন্তান মাণিক পাট্টাদারকে ভুইলো না মা ..আমার চক্কোয় বৃদ্ধির দুই হাজার—

(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

সপ্তম দৃশ্য

উত্তরপাড়া লাইব্রেরী গৃহ

(শয্যায় শায়িত মাইকেল···শয্যাপার্শ্বে খোলা বই। মাটিতে শায়িতা হেনরিয়েটা রোগ যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছেন। এক পাশে বাসি ভাতের থালায় মাছি উড়িতেছে)

মধু। আঃ! Milton! জগতের মহাকবি মিল্‌টন ..আমার জীবনের আদর্শ মিল্‌টন তুমি হ'লে অন্ধ! মহাকবি হোমার, শেষ জীবনে ভিক্ষে ক'রলে মানুষের দ্বারে দ্বারে ...ভার্জ্জিল, দান্তে, নিঃসঙ্গ নির্ব্বাসনে হ'ল তোমাদের কবি প্রতিভার সমাপ্তি। আর আমি ..আমার পরিণতি তো অন্য রকম হতে পারে না! বিরাট দুঃখ ..বিরাট অভিশাপ· তারই মধ্যে ধীরে ধীরে নেমে আসবে যবনিকা! Yes, I must die the glorious death of a Poet! ওঃ—

(রক্তবমন)

হেন। আবার· আবার রক্তবমন...

মধু। কিছুনা···তোমার high fever...উঠোনা। Sleep, sleep, sleep my darling.

হেন। পারবো—উঠতে পারবো...একটু উঠে তোমায় না ধরলে কে দেখবে! আমি...

(উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন)

উঃ—

মধু। পড়ে গেলে! O Almighty God in Heaven! Help! Help!

(রক্তবমন)

(গৌরদাস ও মনোমোহনের প্রবেশ)

গৌর। মধু!

মধু। হেনরিয়েটা...হেনরিয়েটাকে বাঁচাও ভাই

(হেনরিয়েটাকে দেখাইলেন)

হেন। না, না ·আমার জন্তে কোন চিন্তা নেই, আমি মরতে ভয় করি না। ওঁকে দেখুন · যদি পারেন আপনারা আমার স্বামীর জীবন রক্ষা করুন।

গৌর। মধুকে আমরা দেখছি ..আপনি ব্যস্ত হবেন না।

মধু। গৌর!

গৌর। মধু!

মধু। কেন জানিনা.. রোগ শয্যায় শুয়ে আজ কেবলই মনে পড়ছে ছেলেবেলার কত কথা! সেই সাগরদাঁড়ী গাঁ, সেই কপতাক্ষ নদীর ওপারে জোৎস্না-প্লাবিত ঘন নীল বনশ্রেণী। বুঝি কপোতাক্ষ তীরে বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠেছে গৌর...বাতাসে ভেসে আসছে সেই দশমীর বাদ্যধ্বনি !...আমায়—আমায় নিয়ে যাবে একবার বাইরে?

হেন। ধরুন...ধরুন, পড়ে যাবে ·মিঃ ঘোষ যান ওঁর কাছে।

মনো। গৌরবাবু রয়েছেন ভয় কি ?

গৌর। আমার কাঁধে ভাল করে ভর দাও মধু ..

মধু। ওই দিকে ওই দিকে...ওই গঙ্গার ধারে ইজিচেয়ারে শুয়ে কলকলনাদিনী গঙ্গার পানে তাকিয়ে থাকব হয় তো জীবনে আর সাগরদাঁড়ীতে যাবোনা কপোতাক্ষকে দেখতে পাবনা—Still ওই গঙ্গার জল It will remind me...সেই কপোতাক্ষ নদ...সেই তার দুগ্ধস্রোত...

"সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমার কথা ভাবি এ জীবনে· ·
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা, মিটে কার জলে !
দুগ্ধ স্রোতরূপী তুমি ..জন্মভূমি স্তনে।"

(গৌরদাসের কাঁধে ভর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন)

মনো।' (হেনরিয়েটাকে) আপনি একটু উঠতে চেষ্টা করেন .. আমি ধরছি...ওই খাটের ওপর উঠে শোবেন।

(হেনরিয়েটা খাটে বসিলেন)

অ্যালবার্ট কোথায় ?

হেন। জয়কৃষ্ণ বাবুদের বাড়ীতে পাঠিয়েছি। ছেলেমানুষ .. রুগীর কাছে সারাক্ষণ থাকে.. তাই—

মনো। একটা আইসব্যাগ ..(এদিক ওদিক চাহিয়া) একি ! ঘরের ভেতর এঁটো থালা পড়ে রয়েছে !···পরিষ্কার ক'রে দিই।

হেন। না, না করছেন কি...ফেলবেন না—

মনো। কেন!

হেন। অ্যালবার্ট যে ফিরে এসে খাবে...

মনো। ঐ ভাত। অ্যালবার্ট খাবে।

হেন। হ্যাঁ—হ্যাঁ—

(হেনরিয়েটা কাঁদিতে লাগিলেন)

(মনোমোহনের চোখে জল আসিল। যেন তাহা লুকাইবার জন্যই উঠিলেন)

মনো। আপনি একটু একা থাকুন আমি এক্ষুণি আসছি... আইসব্যাগ...

হেন। একটু অপেক্ষা করুন মিঃ ঘোষ ..ব্যস্ত হবেন না...একটু কথা আছে আমার—

মনো। কি বলুন তো?

হেন। আপনাকে আজ কয়েকটি কথা বলে যেতে চাই। হয়তো আর সময় হবে না। এ দুর্দ্দিনে আপনি আর গৌর দাস বাবু ছাড়া আর যে আমাদের এমন বান্ধব কেউ নেই, মিঃ ঘোষ

মনো। বলুন...

হেন। দেখুন, আমি বাঙালী নই য়ুরোপীয় খ্রীষ্টান মহিলা। আমার স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন এবং আমায় বিবাহ করেন। তার ফলে তাঁর আত্মীয় বান্ধব সবাই আজ তাঁর প্রতি বিমুখ। আমার স্বামীর এই দুর্দ্দশার জন্যে

আমি যে নিজেকে কতখানি অপরাধী মনে করি—তা ভাষায় বোঝাতে পারিনা।

মনো। দেখুন, যা হয়ে গেছে...তার আর উপায় নেই। আর কেউ আপনাকে না বুঝুক—কিন্তু আপনাকে দেখে আমি এই পরম সত্য জেনেছি—প্রেম খৃষ্টানও নয়•• প্রেম হিন্দুও নয়। ভালবাসার কোন ধর্ম্মের গণ্ডী নেই। সমস্ত দৈন্যের মধ্যেও আপনার স্বামী-প্রেম কবি মাইকেলের জীবনে অতুল সম্পদ।

হেন। স্বামীর মুখেই শুনেছি—এই দেশের সাবিত্রী তাঁর মৃত পতিকে মৃত্যুর হাত থেকে জয় ক'রে এনেছিলেন। মাঝে মাঝে আশা হয়, আমিও ওঁকে ধ'রে রাখতে পারব। কিন্তু কা'কে...কা'কে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা করব বলুন তো?

মনো। মিসেস ডাট।

হেন। এই নিন...পড়ে দেখুন—

(বিছানার নীচে বইএর ভিতর হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া মনো-মোহনের হাতে দিলেন, মনোমোহন তাহা পড়িতে লাগিলেন)

মনো। "দাঁড়াও পথিক বর, জন্ম যদি তব বঙ্গে
তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধি স্থলে৷"

হেন। নিজের হাতে নিজের সমাধি লিপি রচনা ক'রে ফেলে

দিয়েছেন। সেদিন Waste Paper basket হতে ওটা কুড়িয়ে পেয়েছি।

মনো। কবির সমাধি লিপি।

হেন। বুঝে দেখুন . ওঁর বর্ত্তমান মনের অবস্থা। শুধু একটী মুহূর্ত্তের জন্য সমাধির পাশে দাঁড়াবার জন্য বাঙালী জাতকে কত না কাতর অনুনয় কর্চ্ছেন।

মনো। মিসেস ডাট।

হেন। আমি জানি আমার জন্যে ওঁর দেশ ওঁকে ত্যাগ করেছে। শুশ্রূষা করবার জন্যে পর্য্যন্ত একটী প্রাণী এগিয়ে আসেনা। আমি ওঁর পাশ থেকে সরে না দাঁড়ালে কেউ আসবেও না। তাই. .আমায় দূরে যেতে হবে...ছুটি নিতে চাই আপনাদের কাছে .

মনো। এসব কি বলছেন আপনি ?

হেন। শুনেছি আপনাদের ধর্ম্মে আছে, মৃত্যুর পরপারেও দুটী বিরহী-আত্মার মিলন হতে পারে। ওঁকে ছেড়ে গেলে পৃথিবীর ওপারে গিয়ে আবার ওঁকে পাবো; কিন্তু এপারের ভার দিয়ে যেতে চাই আপনাদের। মিঃ ঘোষ, আপনার দেশবাসীকে বলুন—এ বিজাতীয় মহিলা তাদের আপনার জনকে তাদেরই হাতে আজ তুলে দিতে চায়। আমার সংস্পর্শে যদি তাঁকে কলঙ্ক স্পর্শ ক'রে থাকে· তবু তিনি যে তাদেরই আপনার জন। তারা কি এই জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাঁকে ত্যাগ করতে পারবে ?

মনো। মিসেস ডাট। আপনি ভাববেন না। কবি মধুস্দন বুকের রক্ত ঢেলে রচনা করেছেন বাঙালীর জন্য মধুচক্র। আজ বাঙালী জাতি তাঁর মূল্য না বুঝুক, জানি · এমন একদিন আসবে যেদিন তাঁর এই পরিণাম ভেবে বাঙ্গালীর পরিতাপের আর অন্ত থাকবে না। তাঁর জীবনের দায়িত্ব—সমস্ত বাঙালী জাতির ; আত্মবিস্মৃত জাতি যদি সে কথা ভুলে থাকে, তাহলে এরপর . এরপর কবির স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তি তৈরী করিয়ে দিলেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবেনা তাদের।

কারু কাছে আবেদন জানিয়ে আমরা কবির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করবো না ... তার চেয়ে তাঁকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেব। সেখানে অন্ততঃ শুশ্রূষা হবে...হাঁ ...চিকিৎসাও হবে. .

হেন। হাঁসপাতালে? শুশ্রূষা হবে? চিকিৎসা হবে? বেশ—তাই করুন। (ম্লান হাসিয়া) আজ আমি মুক্তি পেলুম—না?

মনো। মিসেস ডাট্, আপনি অমন কর্চ্ছেন কেন? একি সমস্ত শরীর কাঁপছে যে......

হেন। ও কিছু না .. অ্যালবার্ট ডাকছে আমায় ক্ষিদে পেয়েছে বলছে...অ্যালবার্ট...অ্যালবার্ট।

মনো। সেতো জয়কৃষ্ণ বাবুদের বাড়ীতে। তাকে নিয়ে আসব?

হেন। ঘরে যে কিছু নেই অ্যালবার্ট টাকা ধার করতে বেরিয়েছেন···এলেই খেতে পাবে। কেঁদো না অমন করে ··ছিঃ—অ্যালবার্ট...my poor child...my poor child!

(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

অষ্টম দৃশ্য

আলিপুর হাঁসপাতাল।

[আলিপুর হাঁসপাতালের ওয়েটিং রুম—
গৌরদাস বসাক ও অ্যালবার্ট]

অ্যাল। ম্যামী—ম্যামী—

গৌর। অ্যালবার্ট. .

অ্যাল। আমায় ডাকছে ..ওই আমায় ডাকছে !

গৌর। কে ডাকছে ?

অ্যাল। শুনতে পাচ্ছেন না ? আমার ম্যামী ! ম্যামী ডিয়ার ম্যামী ডিয়ার—

[কাঁদিয়া ফেলিল]

[মনোমোহনের প্রবেশ]

মনো। গৌরদাস বাবু !

গৌর। ফিরে এলে ? সব শেষ হয়ে গেছে।

মনো। হ্যাঁ...

অ্যাল। আপনি এসেছেন। ম্যামী কোথায় ? আপনিই আমার ম্যামীকে নিয়ে গিয়েছিলেন না ? · কোথায় একা রেখে এলেন তবে !...কথা কইছেন না কেন আমার যে বড্ড ভয় ক'রছে...

মনো। ভয় কি অ্যালবার্ট ? আমরা রয়েছি ..

অ্যাল। ম্যামী ! ডিয়ারী...

[কাঁদিতে লাগিল]

মনো। ছিঃ অ্যালবার্ট...কথা শোনো...অমন করে কেঁদো না...

[নার্স সেই দিক দিয়া ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল]

মনো। চাপরাসী—

[চাপরাসীর প্রবেশ]

—যাও অ্যালবার্ট, এর সঙ্গে একটু হাওয়ায় বেড়িয়ে এসোতো।

অ্যাল। আমি mammyর কাছে যাবো—

মনো। হাঁ, তিনি বেড়াতে গেছেন. এলেই তোমায় খবর দেব—

[অ্যালবার্টের চাপরাসীসহ প্রস্থান]

আপনি বসুন গৌরদাস বাবু, আমি কেবিন থেকে ঘুরে আসছি—

গৌর। হ্যাঁ...একবার...একবার দেখে এসো কেমন আছে... Albert বড় ব্যস্ত হয়েছে, ওকে আর রাখা যাচ্ছে না ·· ওকে একবার মধুর কাছে—

মনো। হ্যাঁ, আমি দেখছি—

গৌর। মধুকে বাঁচাতে হবে ভাই, যেমন ক'রে হোক।...সে যদি এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে রাস্তার ভিকিরীর মত—

[বলিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন]

মনো। জানি ..দায়িত্ব আমাদের সব চেয়ে বেশী; তবু আমি এখনো নিরাশ হইনি। আপনি বসুন ·আমি খবর নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান]

(অ্যালবার্ট দৌড়াইয়া প্রবেশ করিল)

অ্যাল। আমার ভাল লাগছে না, আমার কান্না পাচ্ছে। চলুন... আমরা এখান থেকে চলে যাই...

গৌর। অ্যালবার্ট ·

অ্যাল। আমার শরীর যেন কেমন ক'রছে এখানে আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসছে...চলুন—

গৌর। কিন্তু তোমার ড্যাডী যে তোমায় দেখতে চাইছেন অ্যালবার্ট? তাঁকে দেখবে না?

অ্যাল। ড্যাডী। কোথায় আমার ড্যাডী···

গৌর। এই আলিপুর হাঁসপাতালে ওপরের ঘরে।

অ্যাল। চলুন, তাহলে যাই ড্যাডীর কাছে

গৌর। চোখ মুছে ফেল ভাল করে. নইলে তোমার ড্যাডীর খুব কষ্ট হবে। মনে রেখো, তাঁর সামনে একটু কাঁদতে পারে না...

অ্যাল। না ..ড্যাডীর কষ্ট হলে আমি কখোনো কাঁদবো না। আসুন না···

গৌর। যাচ্ছি অ্যালবার্ট.. তোমার মনোমোহন কাকা দেখতে গেছেন...তিনি ঘুরে আসুন—

অ্যাল। কখন আসবেন তিনি আমি যে আর দেরী করতে পাচ্ছি না...ড্যাডী ড্যাডী ·

(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

নবম দৃশ্য

হাসপাতালের কেবিন।

(শয্যায় শায়িত মাইকেল · পার্শ্বে নার্স ও মনোমোহন)

মধু। Albert ! my poor child !

মনো। Send for the surgeon please.

(নার্সের প্রস্থান)

মধু। No doctor my friend ! মনোমোহন, গৌর এলোনা কেন ?

মনো। আসছেন · অ্যালবার্টকে নিয়ে—

মধু। আর—আর হেনরিয়েটা ?

মনো। তিনি ..তিনিও আসবেন ..

মধু। না.. আসবে না সে আসবে না—

মনো। একি আপনার চোখে জল ! আপনি কাঁদছেন ?

মধু। I know everything মনোমোহন.. আমি তন্দ্রাঘোরে সব শুনেছি হেনরিয়েটা নেই ! (খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া) তার সমাধির ব্যবস্থা তো ভাল হয়েছে মনোমোহন ? সে ফুল ভাল বাসতো বেছে বেছে ফুল ছড়িয়ে দিয়েছ তো তার সমাধির ওপরে

মনো। আমাদের সাধ্যে যা কুলোয় তাঁর শেষ ব্যবস্থা করতে কার্পণ্য করিনি। মিঃ আর্ডেন ও মিসেস রমলা এসেছিলেন ফুল নিয়ে—

মধু। ওরা এসেছিল ! ওরা বড় ভাল।...বিদ্যাসাগর, ভূদেব,

এঁরা সবাই হেনরিয়েটার সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন তো ?

মনো। তাড়াতাড়িতে তাঁদের খবর দিতে পারিনি...

মধু। খবর দিতে পারনি। আমায় লুকোচ্ছো! আমি জানি, ওরা কেউ আসতো না—

মনো। আপনি চুপ করুন—

মধু। Ah poor soul! আমাকে সে মুক্তি দিয়ে গেল! কিন্তু কার হাতে দিয়ে গেল। মনোমোহন, তুমি খুব যত্নের সঙ্গে Shakespeare পড়তে। Macbeth-এর সেই কটি লাইন মনে পড়ে ?

মনো। কোন কটা লাইন ?

মধু। Lady Macbethএর মৃত্যু সংবাদ শুনে সেই যে ম্যাকবেথ বলেছিলেন—অসুস্থ হয়ে কিছু স্মরণে আনতে পারি না দেখতো, ঠিক বলতে পাচ্ছি কি না—

"Out, out brief candle
Life's but a walking shadow
A poor player that struts and frets
His hour upon the stage—and then is
Heard no more.

মনো। একি! আবার রক্তবমন! নার্স...নার্স...

(গৌরদাস ও অ্যালবার্টের প্রবেশ)

অ্যাল। ড্যাডী—ড্যাডী—

মধু। Albert ! my boy ! তোর কী হবে ? কোথায় দাঁড়াবি তুই ?

মনো। আপনি ভাববেন না, আমার ছেলে মেয়ে যদি দুটো খেতে পায় অ্যালবার্টও পাবে।

মধু। পাবে ! আঃ ! মনোমোহন, তুমি আমায় বড় শান্তি দিলে।

(মনোমোহন ধীরে ধীরে অ্যালবার্টকে বাহিরে লইয়া গেলেন)

Who's there ! Henrietta,—Henrietta ·

গৌর। মধু...মধু ·

মধু। আর দেখতে পাচ্ছি না কেন ? হেনরিয়েটা সবে যায় হেনরিয়েটা কেন পালায় ? ওই গেল...ওই গেল ..Light, Light.

গৌর। মধু—মধু—

মধু। You have driven her away ! ডাকো...ওকে আসতে দাও ..আমার জীবনের সঙ্গিনী মরণের পারে দাঁড়িয়ে কাকুতি কর্চ্ছে...তাকে শুধু এতটুকু ভরসা দাও, যে এই ব্যর্থ জীবনের স্মরণে তোমরা দু'ফোঁটা চোখের জল ঢালবে। মধু ··তোমাদের মধু...তাকে ফেলে দিও না তোমরা—

গৌর। ফেলব না—মধু,—আমরা তোমায় ফেলে যাব না—

মধু। Hush ! কফিন যাচ্ছে—শবদেহ সমাধির দিকে বয়ে নিচ্ছে।...দুধারে রাস্তার লোক সরে দাঁড়াল।···ওই অভি··· আত্মাকে স্পর্শ করতে যদি ভয় হয়, ঘৃণা হয়, তা·· আজ না এসো,...কিন্তু তবু ওগো অনাগত ভবিষ্য··র

বাঙালী...একদিন ঐ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অভিশপ্ত আত্মাকে শান্তি দিও। ওই কবর···ওই কবর...যেখানে পাথরের বুকে লেখা—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে
তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধি স্থলে।
জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম, হেথায় মহীর কোলে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।

(অন্ধকার ভবিষ্যের পানে মিনতিভরা দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। দূরে কোথা হইতে যেন শব-দেহ-যাত্রার করুণ বাদ্যধ্বনি শোনা গেল।···ধীরে ধীরে যবনিকা নামিল।)
